সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না

। প্রধানমন্ত্রী

সমকাল প্রতিবেদক

দুস্থ মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য বিশুবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বদেহেন, সম্পদশালীরা যেন নিজ নিজ এলাকার কিছু কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকান। যাদের ঘর নেই তাদের ঘর এবং কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দেন: তাদের সহযোগিতা করেন। দেশের জন্মনে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করেল দারিদ্রা থাকবে না। সবার সম্মিলিত প্রচেটাই দেশ থেকে দারিদ্রা চিরাভরে দূর করতে পারে।

গতকাল শনিবার "মুজিববর্ষে
গৃহহীন মানুষকে সরকারের
সচিবগণের গৃহ উপহার'
কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে
প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
গণভবন থেকে ভিডিও
কনফারেপের মাধ্যমে বসবস্থ আন্তর্জাতিক সম্বোধন অনুষ্ঠানে যুক্ত
হন শেখ হাসিনা।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৮০
জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজস্ব
অর্থায়নে নিজ নিজ এলাকার
১৬০টি গৃহহীন ও ভূমিহীন
পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করে
দিয়েছেন। গতকালের অনুষ্ঠানে
তাদের কাছে নির্মিত এসব ঘরের
চাবি হস্তান্তর করেন সচিবর।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েলে থাকব আর দেশের মানুষ ও এলাকার মানুষ কট্টে থাকবেল এটা তো মানবতা নয়। এটা তো হয় না। কাজেই স্বাই মিলে চেন্তা করলে দেশে আর কোনো দারিদ্রা থাকবে না

তিনি বলেন, 'পেশাজীবী বা ব্যবসায়ী যে যেখানেই আছেন; প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা যে যে ফুলে পড়াশোনা করেছেন, দেসব ফুলের উন্নয়নে

প্রত্যা ৩; কলাম ৬



শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা ভিডিও কনফারেলের মাধ্যমে বসবদু আন্তর্জাতিক সন্দেশন কেন্দ্রে প্রহ উপহার ভার্যক্রম উদ্বোধনকালে বাড়ির মডেল দেখেন

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

একটু কাজ করান। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, শেখানকার যে কটা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করুন। জাতির পিতা সরকারি কর্মকর্তানের ও কথাই বলেছিলেন যে, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারাঃ এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেনেই তো তারা অর্থ উপার্জন করেন। তানের জন্য আপনারা কিছু করুন।

মুক্তিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না'সরকারের এ ঘোষণা বাজবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ
জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মুক্তিববর্ষে তার সরকারের
ঘোষণা- বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না,
ভূমিহীন থাকবে না। এ কর্মসূচি বারবায়নে সরকারের পক্ষ
উদ্যোগ নেওয়া হলেও আন্ধ নিজ এলাকার দরির অসহায়
মানুষকে ঘর তৈরি করে নেওয়ার মাধামে সচিবরাও সরকারি এ
উদ্যোগে শরিক হয়েছেন। প্রত্যোক নিজ বলাকার লুটি ঘর
করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, সচিবরা মানুষের জনা কিছু করার
চিত্তা-তাবনা থেকে দেশপ্রেমে উত্তম্ভ হরে আন্ধকে দরিত্র মানুষদের
পাশে নাডিয়েছেন; তাদের একটা মাথা গোজার ঠাই করে
নিয়েছেন। একটা ঘর করে দিয়েছেন। একটা মহৎ কার সচিবরা
করেনে। ভবিবাতে জনারাও তাদের অনুসরণ করে অসহায়
মানুষের পাশে নাড়াবেন। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে কুষা ও
দারিচামুক্ত উত্তর-নমৃত্ত দেশ হরে গগেছ উঠবে। জাতির পিতার স্বশ্ন
পূরণ হবে।

আওয়ামী দীগ সভাপতি বলেন, জাতির পিতার জীবনের মূদ দক্ষাই ছিল দুঃখী মানুষের মূখে হাসি ফোটানো। জাতির পিতা বলেছেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আব্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে: উত্মত জীবনের অধিকারী হবে- এটাই আমার করা।' আন্তর্কে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুংগী মানুধের মুখে যথন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আগে; এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। জাতির পিতার পদাঞ্চক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কারু করে পাওয়ার রখাও বলেন বসবদ্ধ কন্যা পেথ হাসিনা। একই সঙ্গে দেশের মানুধের জন্য কার্য করে যাওয়ার দৃঢ় সংকরের কথা পুনর্বাক্ত করে তিনি বলেন, 'আমি যদি মানুধের জন্য একটি কিছু করে যেতে পারি, সেটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম আর কী পেলাম না- সেই চিত্রা অমি কখনও করি না। আমার চিত্র একটিই- মানুধের জন্য কার্য কি তটুক করে পোরপাম, দেশের মানুধের জন্য করতে পারলাম। '
মুক্তিযুক্তকালে বিধের অনাত্রম পক্তিশালী সেনাবাহনী

মুক্তিযুদ্ধকালে বিশ্বের আনাতম শক্তিশালী সোনাবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর উদ্ধৃত আচরণ শ্বরণ করিছে দিয়ে তিনি বলেন, তারা খুব গর্ব করত – তাদের আবার কে হারাবে? কিন্তু বাঙাদিরা খুব সাহনী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা বিজয় আর্জ্ব-করেছেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বাঙালি জাতি বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবে।

প্রধানপ্রীর নপ্তর থেকে জানানো হয়, গৃহহীনদের ঘর তৈরি করে দিতে সরকার দুই কাটিপরিতে মেটি ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা তৈরি করেছে। এর মধ্যে ঘর দেই এমন ড্রাছে ২ লাখ ৯০ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর দেই এমন ও লাখ ৯০ হাজার ৩৬১টি পরিবার রয়েছে। মেটি ১৮ হাজার কোটি টাকা বারো তাদেরকে মর তৈরি করে দেওয়া হবে। এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকা বারে প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে মর করে দেওয়া হছে। এ কর্মজুনের আওতার জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দঙর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিরা বিজয় হন্দোগ ও অর্থারনে মোট ৬ হাজার ২২২টি গৃহ দির্মাদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।



গণতবন থেকে ভিভিত্ত কনফারেকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সচিবগণের গৃহহীনদের গৃহ উপহার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন —ফোকাস বাংলা

সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই দারিদ্র্য চিরতরে দূর করা সম্ভব : প্রধানমন্ত্রী

নিজ এলাকায় ১৬০ গৃহহীনকে ঘর দিলেন ৮০ জন সচিব

ইতেফাক রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্রা বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিভবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দড়ানোর আহ্বান পুনর্বাক্ত করে বলেছেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্রা দূর করতে পারে। 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' শীর্ষক অনুষ্ঠানে গতকাল শনিবার সকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'ত্তধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কটে থাকবে, এটা হয় না।' গণতবন থেকে ভিভিত

স্মিলিত প্রচেষ্টাতেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কনজারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মুজিববর্ষে দেশের সব গৃহহীনকে ঘর করে দেওয়ার সরকারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮০ জন সচিব নিজ নিজ এলাকায় ১৬০টি গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীনদের দিয়েছেন। ঘরওলো হস্তান্তর অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব। পেশাজীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন, যে যেখানেই আছেন প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যিনি যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন। যারা বিভ্রশালী তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রতেকেই দৃষ্টদের দিকে যেন ফিরে তাকান। গৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাদের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।

তিনি সচিবগণের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের একটা মাধা গোজার ঠাই করে দিয়েছেন। একটা ঘর করে দিয়েছেন। চমংকার একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে মানুষজন আপনাদের পদাষ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের আশপাশের মানুষের পাশে দাঁড়াবে। ফলে বিশ্বে কৃষা ও দারিদ্রা মুক্ত উরত-সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে বাংলাদেশ। জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা নিজের জীবন উৎসর্গ করে জেল, জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনিই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে আত্মপরিচয়ের সুযোগ করে দিয়ে গেছেন। বৈজব্যে জাতির পিতা কীভাবে বিভিন্ন সময়ে তার দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তার বর্ণনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

পঁচাবরে জাতির পিতাকে নির্মান্তারে হত্যার পর সাবেক সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের অবৈধ ক্ষমতা দখল এবং দেশে সেনাশাসনের সূচনার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর আবারও দেশের দুঃখী মানুষ দুঃখীই থেকে গেছেন। তাদের প্রতি কেট ফিরেও তাকায়নি। কেননা পরবর্তী সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু এবং নিজেদের আথের গোছাবার জন্য ব্যবহার করেছে।'

জাতির পিতার 'ছঙ্গুয়াম' প্রকল্পের অনুকরণে তার সরকারের 'আপ্রয়ণ' এবং 'খারে কর্মানুর বাড়ি আমার ধামার' কর্মসূচির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ঢাকার বন্তিবাসী যদি নিজ প্রামে কিরে যায় তাহলে তাদের সরকারের টাকায় ঘর করে দেওয়া, খাবারের বাবস্থা এবং টাকা-প্রমা দেওয়ার বাবস্থা নেওয়া হয় যাতে তারা নিজেরা কিছু করে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারেন, কারো কাছে হাত পাততে না হয়।' দেশের এক ইঞ্চি জমিও আনাবাদি না রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনিবলেন, 'মদিও করোনা ভাইরাদের কারণে অনেক কাজ খমকে গেছে কিছু আমরা বদে নেই। এই করোনা ভাইরাদের মধ্যেও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পৌছে দিছিঃ।'

काल्यवाय कर



প্রধানমন্ত্রী বললেন

নিজে ভালো থাকব অন্যরা কম্টে, এটা মানবতা নয়

কালের কণ্ঠ ডেন্ক 🗅

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্রা
বিমাচনে সরকারের পাশাপাশি
দেশের বিশুবানদের সাধারণ
জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান
পুনর্বাক্ত করে বলেছেন, সবার
সন্দ্রিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে
চিরতরে দারিদ্রা দূর করতে পারে।
তিনি আরো বলেন, 'গুধু নিজে
ভালো থাকব, সুন্দর ও আরামআয়েশে থাকব, আর আমার
দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে
থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা
তো হয় না। কাজেই সকলে মিলে
চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো
দরিদ্র থাকবে না।'

শেখ হাসিনা গতকাল শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন।

গণভবন থেকে ভিডিও
কনফারেপের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু
আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে
(বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মুল
অনুষ্ঠানে ভার্চ্যালি অংশগ্রহণ

▶ পৃঠা ১১ ক. ৪

নিজে ভালো থাকব অন্যরা কস্টে, এটা মানবতা নয়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেন প্রধানমন্ত্রী।
প্রধানমন্ত্রী বপেন, 'বাংগাদেশের মানুষ
খুব সাহনী। তালের নিয়ে যুক্ত করেই
জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা আর্জন
করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি
হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাখা উচু করে

এ সময় বিশ্বে অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে পাকিজানি বাহিনীর পর্বিত আচরণ স্করণ করিয়ে দিয়ে বসবন্ধুকন্যা বলেন, তারা খুব গর্ব করত, তানের আবার কে হারাবে, কিন্তু বাঞ্চলিয়া তানের হারিয়ে যুক্ত বিজয় অর্জন করেছে।

মন্ত্রিপরিষদসচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তবা দেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড, আহমদ কায়কাউস গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

পেখ হাদিনা বলেন, 'পেশাজীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যে যে ভূলে প্রপোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মছেন তার উল্লয়নে ছেন সহযোগিতা করেন।'

করেন।
করোনার মধ্যে তাঁর সরকারের গ্রাম
পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য পৌছে দেওয়ার
প্রচেষ্টার উল্লেখ করে সরকারপ্রধান
বলেন, 'যারা বিভশালী তাঁরা নিজ নিজ
এলাকায় প্রতেকেই দুছদের দিকে ফেন
ভিরে তাকান। পৃহহীনকে ঘর করে দেন
বা তানের কিছু সাহাযোর বাবছা করে

(HR 1 প্রধানমন্ত্রী সচিবদের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখায়িত করে এ জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা মানুষের জনা কিছু করার চিন্তা-ভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষের গাপে দাঁড়িয়েছেন, তাদের একটা মাথা গোজার ঠাই করে দিয়েছেন, একটা ঘর করে দিয়েছেন, একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। আমি মনে করি ভবিষ্যতে মানুবজন আপনাদের পদান্ধ অনুসরণ করবে এবং মানুষের পাপে দাঁড়াবে। ফলে বাংলাদেশ বিৰে কৃষা ও দারিদ্রামূক্ত উল্লত-সমূজ হয়ে গড়ে উঠবে। জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব', যোগ করেন শেখ द्याभिना।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০২০ সাল জাতির
পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের
জাত্বশত্রাবিকী এবং এই মুজিববর্বে
(২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০১১
সালের ২৬ মার্চ আমানের ঘোষণা
বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীণ
থাকরে না, ভূমিটান থাকরে না।'
মুজিববর্থে দেশের সব গৃহহীনকে ঘর
করে দেওয়ার সরকারের কর্মসূচিতে
অংশগ্রহণ করে সচিবদের ব্যক্তিগত
উদ্যোগে ৮০ জন সচিব নিজ নিজ
এলাকায় ১৬০টি গৃহ নির্মাণ করে
ব্যাকীব্যাকর বিসালক

পৃহহীনদের দিয়েছেল।
প্রধানমন্ত্রী বংগল, 'আজকে এই ঘর
পেওয়ার পর দুংখী মানুষের মনে যে
আনন্দর্ভী আসাবে, আমি মনে করি
এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।'
সত্র: বাসন।







প্ৰথানমন্ত্ৰী শেষ হামিনা শনিবাৰ পশক্ৰম থেকে ভিত্তিও কনভাৱেশেক মাধ্যমে নকবন্তু আন্তৰ্জাতিক সংখ্যম কেন্দ্ৰে 'দুক্তিবৰ্ণৰ' গৃহতীৰ আনুষ্ঠক সমস্পত্তের সচিবগণের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানের উদ্যোধন জন্তেন



দারিদ্য থাকবে না

প্রথম পুচার পর)
অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন। এই
কার্যক্রবের করে বাংলাই পরিব ও
কার্যক্রবের ৮০ জন জোই পরিব ও
কার্যিন সিভ বিজ্ঞ এলাভার নিজম্ব
আর্যায়নে ১৬০টি পৃহর্যীন, ভূমিটীন
পরিবারের কাছে ভানের জনা নিমিত पर्तत हार्वि श्लाक्षत करतन ।

মন্ত্র চাব বছাছত করে।

দুবিববরে নিজন অর্থাননে

গৃহতীনাকে যার উপহার সেত্র জন্য

সংশ্লিষ্ট সচিবদের প্রতি ধনাবাল
জানিরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তিবররে

বাংলাদেশের একটি মানুবর্ধ পৃহহীন
থাকরে না, সরকরের সেই যোক্ষা
আখনানের সেচিব। ধনাবান জানাই।

আখনানের সিচিব। ধনাবান জানাই। रमनदश्चरम केंच्या श्रद्ध व्यानमाता दय দিশ্যের ভূম হতে মানুবজনের পাবে নাডিয়েছেন, তানের একটা মাথা পোজন ঠাই করে দিয়েছেন, একটা মর করে দিয়েছেন- আদনারা এটা

যার করে সিরোছেন ন্যাপারা এচা একটা মহন কাভ করেছেন। ভবিষাতেও এভাবে মানুকের পাশে নাড়ালোর আহ্বান ভানিয়ে তিনি বাংলা, বাংলানেশ বিরে কুগামুক দাবিল্যামুক্ত সমুক্তনালী সোনার বাংলানেশ হিসেবে গড়ে উঠবে

জাতির পিতার মুগ্র প্রথম করব। সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়ে সরকারপ্রধান আরও বন্দো, 'চাকরিজীবী, বাবসায়ী বা যে যেখানেই আছেন প্রত্যেকের কাছে মেখালোই আছেন প্রত্যুক্তর কাছে
আমার অনুবােথ খাকবে- আপনারা
যে কুলে পড়াংশানা করেছেন, সেই
কুগওলোর উন্নয়নেত জন্য একটু
কাজ করেন। আগনি যে প্রায়ে
কর্মান মানুবাকে পারেন বাবারোগিতা
করন। সবাই মিলে সন্মিনিত কাজ
করনে পরে এ মেশের দাবিত্র মাকবে
যা ।

না।
কাংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বলেন,
বাংলাদেশের মানুহ অনেক বাহলী।
কাতির পিতা তো এই মানুহকোতে
দিয়েই মুক্ত করে বিজয় অর্জন করেছেন। গাকিস্তানী সেনাবাহিনী সারবিধে শক্তিধর সেনাবাহিনী সারবিধে শক্তিধর সেনাবাহিনী কিন্ তারা খুব গর্ব করত যে, তাদের আবার কে হারাবে? কিন্তু বাঙাদীরা তো হারিরে বিয়েছে তাদের। বৃচ্ছে আদরা বিজয় আর্লন করেছি। কাজেই আদরা বিজয়ী জাতি। বিজয়ী জাতি হিসেবেই আমরা বিশ্ব পরবারে মাথা

উচু করে চলব। প্রথমময়ী ও সম্মূ জাতির পিতা প্রথমন্ত্রী ও সম্মা জাতির পিতা কলবন্তু দেখ খুজিবুর রহমানের একটি বছরে উত্তত করে বলেন, জাতির পিতা সরকারী অফিনারনের এই কথাই বলেছিলেন বে, আপদারা আজকে আ কিছু পান, তারা খুজ কাল্য এই প্রথমের মানুবছলেই তো মাথার যাম পারে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তারের জন্ম আপনারা কিছু করেন। আর জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষাই ছিল দুংখী মানুষের মূখে হাসি ফোটানো। আত্তকে এই একটা মর পাবার প্র সেই পুংৰী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে-আমার মলে হয় এটাই দব খেকে বভ

শাওয়া। জীবনে কী পেলাম বা না পেলাম সেই চিছা আমি কখনও করি না উল্লেখ করে বছবদ্ধকন্যা শেখ হালিনা বলেন, জাতির পিতা বছবদ্ধ শেখ বিশ্বন্ধ জাতা । বাব বৰ্ণন্ধ হৈছি ।

বুজিবুর হহমানের পদান্ধ অনুসক্ত করে সদৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাজি। আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বাধকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিস্তা কমনও আমি করি না।

ক্ষণত আম করে গা। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমূহর জীবন তুলে ধররে পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হড়ার পর নিজের নির্বাচিত জীবনের বভাগে পদ্ধান লাখাচত অবদ্ধান কথা তুলে ধ্বান সাধান কথা কৰা কৰে আতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা নথক করে জিয়াতর রহমান শ্বাহিনর বিভিন্ন দুতাবাসে ভাকরি দিয়ে পুরুত্ত করেছিল, রাষ্ট্রপুত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিন্তানী বাহিনীর । সঙ্গে নিয়ে মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িরেছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মাবোলদের তুলে নিয়ে পাকিস্তানী
হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে
দিয়েছে, লুটপাট করেছেতাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে,

তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মণতবার্ষিকী এবং এই মুজিববর্ষে (২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ) আমাদের ঘোষণা বাংলাদেশে আর একট্রি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, ভূমিহীন থাকবে না। তার সরকারের এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হলেও আজকে নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারী এই উদ্যোগে শরিক হয়েছেল এবং প্রত্যেকে নিজ निक अमाकार मृष्टि करत घर करत দিয়েছেন। কাজেই আজকে এই ঘর দেয়ার পর দুঃখী মানুষের মনে যে व्यानन्मठा व्यागरत, व्याभि भरन करि এটাই সব থেকে বড পাওয়া। তিনি বন্দেন, জাতির পিতার আজনু সংগ্রামের মূল লক্ষ্যই ছিল এ দেশের দুংখী মানুষের মুখে হাসি কোটানো। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি জীবনে অনেক কিছু করতে পারতেন। তারপরেও দুঃখী মানুষের কথা ভেবেই তিনি সে পথ त्वर्ष्ट तननि । यानुरक्त मृज्य-मूर्मभा তিনি (জাতির পিতা) ছোটবেলা খেকেই নিজ চোখে দেখেছেন। যে কারণে তার সবসময় একটা উদ্যোগই ছিল -মানুষের জন্য কিছু

তিনি বলেন, বাংলার নিপীড়িত, বঞ্চিত জনগণের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্রের ক্যাঘাত দেখে জাতির পিতার প্রাণ কেঁদে উঠত। যে কারণে তিনি প্রতিজ্ঞাই নিয়েছিলেন এ দেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করে যাবেন। আর সেটা করতে গেলে এ দেশ স্বাধীন করতে এবং এ দেশের যানুষকে সুন্দর একটা জীবন তাঁকে দিতে হতো। তিনি বলেন, জাতির পিতা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে জেল, জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনিই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে আত্মপরিচয়ের সুযোগ

করে দিয়ে পেছেন। জাতির পিতার নীতি ও মহান আদর্শের উদাহারণ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা আদর্শের সঙ্গে কখনও আপোস করেননি বা পিছপা হননি। সবসময় न्याया कथा वल्लाइन, न्यायाखाद চলেছেন এবং এ দেশের মানুষের भारम भाष्ट्रिया**ए**न । वाश्मारमन्दक স্বাধীন করার পর জনগণকে উরত-সুন্দর জীবন দেওয়াই বঙ্গবজুর অন্যতম লক্ষ্য এবং ম্বপ্ন ছিল উল্লেখ করে তার একটি ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদা পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এটাই হচ্ছে আমার

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবদ্ধকন্যা পিডা হিসেবে সবসময় দেশের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাকে কাছে না পাওয়া এবং দেশ স্বাধীনের পর ব্রিটিশ সাংবাদিক ভেত্তিড ফ্রন্টকে দেয়া জাতির পিতার বিখ্যাত সাক্ষাতকারের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'জাতির পিতা বাংলার বলেন, জ্ঞাতর পিতা বাংলার
মানুষকেই সব থেকে বেশি
ভালবাসতেন (আই লাভ মাই
পিণল)। এ দেনের মানুষ বেঙ্গবড়
থেক মক্রিবেরই ভালবাসা ্ণধ মুজিবেরই পেয়েছেন। যুদ্ধ বিশ ভালবাসা

যুদ্ধ বিধান্ত দেশকে পুণৰ্গঠনকালেই পৃহহীনকে ঘর-বাড়ি করে দেয়া এবং ভূমিহীনকে খাসজমি প্রদানে জাতির পিতার 'গুচ্ছগ্রাম' প্রকরের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিডা নিজে নোয়াখালী যান (এখন লক্ষীপুর, তখন সেটা মহকুমা ছিল) এবং সেখানেই গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের ভিত্তি রচনা করেন। তাঁর কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের প্রপরই এই দায়িত ছিল এবং তিনি সেখানে মর তৈরি করে দিয়ে

व्यारमन ।'.. বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্রিনিক গড়ে তোলাও 'জাতির পিতার চিক্কার ফসল', উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নে তিনি (বন্ধবন্ধু) ১০ শয্যার হাসপাতাল করে দেয়ার উদ্যোপ বেন। তাঁর চিন্তা ছিল চিকিৎসা সেবাকে মানুষের সোরগোড়ায় পৌছে দেবেন। তিনি বলেন, সে সময়ুই প্রাথমিক শিক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিকে যাদ্রিকীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগও বসবছু নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য প্রত্যেকটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করে জেলা পবর্ণর নিযুক্ত করে দেন।

অনুষ্ঠানে '৭৫ এ জাতির পিতাকে নির্মাভাবে হত্যার পর সাবেক সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের অবৈধ ক্ষমতা দখল এবং দেশে সেনাশাসনের সূচনার প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার হত্যাকাছের পর আবারও দেশের দুঃবী মানুষ দুঃবীই থেকে গেছেন। তাদের প্রতি কেউ ফিরেও ভাকারদি। কেননা পরবাতী সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বস্ত এবং নিজেদের আখের পোছাবার জন্য ব্যবহার করেছে। বারবার অবৈধভাবে যারা সরকারে এসেছে তারা দেশের একটি সুবিধাবাদী শ্রেণী হাত মিলিয়ে নিজেদের ভাগ্যোররন করলেও দেশের আপামর জনগণের ভাপ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

জাতির পিতার 'জ্জুগ্রাম' প্রকল্পের অনুকরণে তার সরকারের 'আগ্রয়ন' এবং 'ঘবে ফেরা' এবং 'আমার বাডি আমার খামার' কর্মসূচী বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ঢ়াকার বস্তিবাসী যদি নিজ গ্রামে ফিরে যায় তাহলে তাদের সরকারের টাকায় ঘর করে দেয়া, থাবারের ব্যবস্থা এবং টাকা পয়সা দেয়ার ব্যবস্থা দেয়া হয়। কারণ প্রত্যেকে যেন নিজে কিছু করে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারেন, কারও কাছে যেন হাত পাততে না হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন যে দেশের মাটি এত উর্বর, একটা বীঞ্জ ফেললে যেখানে পাছ হয়। সেই পাছের ফল হয়, সেই দেশের মানুষ কেন না খেয়ে কট পাবেং কথাটা অত্যন্ত বাস্তব। একটু চেটা করদেই কিন্তু সবাই নিজেরা ভাল থাকতে পারেন। আর যারা একটু বিত্তশালী তারা একটু পাশে দাঁড়ালৈ আমি মনে করি আরও সুন্দর জীবন পেতে পারেন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, আমার একটাই লক্ষ্য, মানুষকৈ একটু সুন্দর জীবন দিতে। বাবা-মা, ভাই সব হারিয়ে সেই শোক ব্যথা বুকে নিয়ে কাজ করি, এই একটা লক্ষ্য সামনে নিয়ে। কারণ এ দেশের মানুষের জন্যই তো আমার মা জীবন দিয়ে গেছেন, বাবা জীবন দিয়েছেন, ভাইয়েরা জীবন मिरहरहम । आभात वावा जातांहा জীবন কষ্ট স্বীকার করেছেন। কাজেই আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। আমার চিন্তা একটাই- তা হচ্ছে কতটুকু আমি করতে মানুষের জন্য পারলাম। দেশের মানুষের জন্য করতে পারলাম, আপনাদের জন্য

করতে পারলাম। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ग्रमिश्व করোনাভাইরাসের কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে কিন্তু আমরা বসে নেই। এই করোনাভাইরাসের মধ্যেও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক সাহাযা পৌছে দিচ্ছি। তিনি তার সরকারকে ভোট প্রদানে জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশের মানুষ আমাদের নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে। তারপর থেকে জনগণের সেবা করে আমরা অন্তত এটুকু বলতে পারি বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মাথা উচু করে চলতে পারে- সে সন্মানটা আমরা অর্জন করেছি। বাঙালী জাতি বিশ্ব দরবারে মাধা উঁচু করে চলছে।



ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল গণভবনে। ছবি: পিআইডি

সকলে মিলে চেষ্টা করলে দেশে দরিদ্র থাকবে না

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাসস, ঢাকা

দারিদ্রা বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিভবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহবান পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সকলের সন্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র দূর করতে পারে। তিনি বলেছেন, 'শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম–আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না। কাজেই সকলে মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো দরিদ্র থাকবে না।'

প্রধানমন্ত্রী গতকাল শনিবার সকালে 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিজিও কনফারেসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুায়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের মানুম খুব সাহসী। তাঁদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব।'

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'পেশাজীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জ্যোছেন, তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন।'

করোনার মধ্যে তার সরকারের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য পৌছে দেওয়ার প্রচেষ্টার উল্লেখ করে সরকারপ্রধান আরও বলেন, 'যাঁরা বিভ্রশালী তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই সুস্থদের দিকে যেন ফিরে তাকান। গৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাঁদের কিছু সাহাযোর ব্যবস্থা করে দেন।'

সচিবদের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এ জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, তাঁরা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্ভুক্ত হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। একটা ঘর করে দিয়েছেন, একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন।

আজ রবিবার

১ নামের ২০২০ ১৬ বার্টির ১৪২৭, ১৮ রবিটন ফডিয়াল ১৫৪২ বর্ত ৬ মাখ্যা ১৫৮, লুটা ১২, মূখ্য 🕜 টাকা

www.deshrupantor.com

(फिर्टी किश्वी अर्थ



ঐক্যবদ্ধ প্রচেপ্তায় দারিদ্যু বিমোচনের প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর

গৃহহীনদের ১৬০টি ঘর দিলেন জোষ্ঠ সচিব ও সচিবরা

বিশেষ প্রতিনিধি

সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেম্বায় দেশ থেকে দারিদ্রা বিমোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল শনিবার সরকারের জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিবদের উদ্যোগে 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষদের ঘর উপহার' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল বক্তব্যে তিনি বলেন, 'আমরা সবাই যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি, তবে দেশে কোনো দারিদ্রা থাকবে না।'

গতকাল শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী
'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের
সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ >

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দারিদ্য বিমোচনের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভাষণে এ কথা বলেন। গণভকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সর মধ্যমে কলক্ষ্ আন্তর্জতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভাইয়ালি অস্পায়ল করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানত্রী বলেন, সরবার ইতিমধ্যে দরিদ্রের হার উল্লেখযোগভাবে হাস করেছে এবং আরও ক্লাস করতে চান। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে দরিলুমুক্ত ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, তবে করোনাভাইরাসের করণে এটি করা সন্তব হরনি। কিন্তু আমাদের প্রচেট্টা ক্ষরাহত রাজ্যের এবং আক্রাব। সরবারপ্রধান বালেন, এই কর্মসূচি বাছবায়নে সকলারের পক্ষ থেকে উল্লোব নেওয়া হলেও আন্ন নিজ এলাকার দরিপ্র অসহার মানুষকে ঘর তৈবি করে দেওরার মালুমে সচিবলিত সকলারি এই উল্লোখ্যে মনিক হয়েছেন এবং প্রত্যোকে নিজ নিজ এলাকার দৃটি করে ঘর করে নিয়েছেন। এই ঘর দেওরার পর সুকী মানুক্রর মনে যে আনস্টাই আসবে, আমি মনে করি এটাই সর্বাধ্যের বছা পাওৱা।

জাতির পিতা বাসবন্ধু শেখ মূতিবৃর রহমানের আতন্ম সংগ্রামের মূল লক্ষ জিল এ দেশের দুলী মানুহের মূখে হাসি কোঁজনো উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বালেন, মানুবার দুখ-দুশশা তিনি (জাতির পিতা) ছোটাবেলা থেকেই নিজ চোখে দেখেছেন। যে বারণে তার সব সময় একটা উদ্যোগই ছিল মানুবের জন্য কিছ করার।

প্রধানম্মী বলেন, বংলার নিপীড়িত-বিষ্ণত জনগণের সীমার্টন দুন্দ-দুর্দশ ও লারিক্লের কশাখাত দোখ জাতির পিতার প্রাণ বেঁদে উঠত। যে কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ও দেশের মানুষের জন কিছু একটা করে যাবেন। আর সৌর করতে গোলে ও দেশ স্বাধীন করতে এবং ও দেশের মানুষকে সুন্দর একটা জীবন দিতে হবে।

ভিনি বাদন, জাতির পিতা নিজের জীবন উৎসর্গ করে, জেল, জুলুম, অত্যান্তর নির্বাচন সহ্য করে সত্য ও নারের পথে অভিল থেকে সন্ত্রাম করে গেচেন। তিনিই আমানের হুবীনতা এনে দিয়ে আত্মপরিচরের সূর্যাগ করে দিয়ে গোচন।

বাগোদেশ্যক হবীন করার পর জনাগকে উত্রহ-সুন্দর জীবন দেওয়াই বন্ধবন্ধর অন্যতম লক্ষ্ম ও কপ্র ছিল উল্লেখ করে তার একটি ভাষণের উন্ধৃতি নিয়ে শেব হাদিনা বালন, জাতির পিতা বালছিলেন 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খান পাবে, আপ্রয়া পাবে, শিক্ষা পাকে উত্রত জীবনের অধিকারী হবে-এই হাজে আমার কলা।

বাংক ক্ষাত্র প্রকাশ বন্ধা ক্ষাত্র হিছেবে সব সমা। দেশের কাজে বন্ধ থাকার থাকে বাছে না পাওয়া এক দেশ স্থাপীনের পর ব্রিটিশ সাংবাদিক চেভিড প্রচন্টকে পেওয়া জাতির পিতার বিশ্বাত সাক্ষাংকারের প্রসাহ টেনে বাসেন, জাতির পিতা বাংলার মানুবকেই সব থোকে বেশি জাকোবাসাকেন (আই লাভ মাই পিপলা)। এ দেশের মানুবকেই কথেকে বাংলার বাংলার জাকোবাসা পোরাছেন। ক্ষাত্রিকান্ত দেশে গৃহহীনাকে যানুবকিই কারে দেওয়া একং ভূমিয়ানক বাসকারি প্রদান জাতির পিতার 'অঞ্চল্লাম প্রকাশর উল্লোধ বাংলার ক্ষাত্র কিন্তা ক্ষাত্র ক্ষাত্য ক্ষাত্র ক্ষাত্র ক্ষাত্র ক্ষাত্র ক্ষাত্র ক্ষাত্র ক্ষাত্র ক্ষাত্য

তৈরি করে দিয়ে আসেন।

বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশবাশী কমিউনিটি ন্তিনিক গড়ে তোলাও জাতির পিতার চিন্তার ফসলা, উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নে তিনি ১০ শবার হাসপাতাল করে দেওবার উদ্যোগ নেন। তার চিন্তা ছিল চিকিৎসামেবা মানুমের পোরগোড়ার পৌছে নেকো।

লেখ হাসিনা বানেন, বঙ্গনাড় সে সমাই প্রাথমিক শিক্ষা এবং মোয়েলের শিক্ষা আবেওনিক করেন এবং সমবারের মাধ্যমে কৃষি বাহিকীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগও নিয়েছিলেন। গাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃতমূল পর্যায় পরিস্তু পৌছে লেওবার জন্য প্রতিটি মহকুমাকে জেলার রাপার্যারিক করে ক্ষেত্র গার্মার নিসম করে জন্য

জেল গভনর নিবৃত্ত করে সেন। অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মতর্গানের উদ্ধেশে জাতির পিতার দেওয়া ভাষণ সম্প্রচারের উল্লেখ করে জনগণের টাগোর টাকার সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রান্তির বিকাধি হরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণের জনা কিছু করার আহবান পুনর্বাক্ত করেন।

পঁচাত্তর জাতির পিতাকে নির্মান্তারে ছত্যার পর সাবেক সেনাশ্যসক জিলাউর বহুমানের অকৈ। ক্ষমতা দলত এবং দেশে সেনাশ্যসকর সূচনর প্রশন্ত টেনে ভিনি বালন, জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর আবারও দেশের দুলী মানুষ দুলীই থেকে গোছে। ভাসের প্রতি কেউ বিবরও অকায়নি। কেননা পরবর্ত্তা সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বছ এবং নিজেপের আগের পোছানের জন ব্যবহার করেছে।

ভিনি বাজন, বারবার আবৈওভাবে সরকারে আসা জনগোচীর সঙ্গে দেশের একটি সুবিধাবাদী শ্রেপি হাও মিলিরে নিজেদের ভাগোনুহন করলেও দেশের আপামর জনগণের ভাগোর কোনো পরিবর্তন হারনি।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর হর বছর বিদেশে রিফিউজি হিসেবে থাকতে বাবা হয়ে ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে তিনি জোর করে দেশে ফিরে আসেন একং এ সময় তিনি দেশের প্রভান্ত অঞ্চল যুব্রে কেবল হাজিভ কঙালসার মানুষ দেখেছেন। তিনি সরকারে পোলে তাদের ভাগোনুরানে কান্ত করকেন, তথনই শপথ নেন।

জাতির পিতার 'ওাজারাম' প্রকাশের অনুকরণে তার সরকারের 'আপ্ররণ' ও
'যারে ফোরা এবং 'আমার বাড়ি আমার বামার' কর্মসূচি বাজনারনের উল্লেল করে প্রকানমন্ত্রী বালেন, ঢাকার বাজিবাসী যদি নিজ প্রামে কিরে যায় তারলে তালের সরকারের উল্লেখ্য যার করে লেওার, খাবারের বাবাছা একং উক্ষপরালা দেওার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। করেণ প্রত্যেকে ফো নিজে কিছু করে সুন্দরভাবে বীচতে পারে, করেও কচে ফো হাত পাওতে না হয়।

শ্বামীন জনগণকৈ অথিক সাহলতা এনে দেওৱা তার দল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বতীন সবকারের লক্ষা উল্লেখ করে অগুরামী লীগ সভাপতি ও প্রধানম্বী আরও বলেন, ও জন্ম বাপকভাবে রাজ-ঘাট নির্মাণসহ প্রতিটি যার বিদ্যুৎ পৌছে দেওরর ব্যবস্থা নির্মাহি এবং মুক্তিববার্ষ দেশের প্রতিটি ঘর যোল আলোকিত হয় সে বাধায়া নির্মাহি

এ সমা বিনি আধুনিক পাছতিতে চাযাবাদ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের উদ্যোগ এবং সারা দেশে ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় তার সরকারের উদ্যোগের উল্লেখ করে দেশের এক ইঞ্চি অমিও অনাবাদি না রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দুস্থদের পাশে দাঁড়ান

বিত্তশালীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর বঙ্গবদ্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে যুক্ত হয়ে 'মুজিববর্ধে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নেন

-পিআইডি

বিশেষ প্রতিবেদক

সকল শ্রেণি-পেশার বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায়-দৃষ্ট মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, তথু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম আরেশে থাকব-আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না। শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। আজ ১৬০টি পরিবারে গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদিও করোনাভাইরাসের কারণে হয়ত অনেক কাজ থমকে গেছে। তারপরও আপনারা দেখেছেন, আমরা কিন্তু বসে নেই। এই করোনাভাইরাসের মধ্যেও আমরা একেবারে গ্রাম পর্যায়ের মানুষের কাছে আর্থিক সহায়তা যেন পৌছায় সেই চেষ্টাও করে যাছি। 'আমি মনে করি যারা আমাদের বিভ্রশালী তারা যদি একট্ যার নিজ নিজ এলাকায়

🔲 পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

দুস্থদের পাশে

প্রত্যেকেই ধদি অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, কাউকে একটা ঘর করে দিলে, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের একটু সহযোগিতা করণ। তথু নিজে ভালো থাকবো। নিজে সুন্দর থাকব। নিজে আরাম আয়েশে থাকবো- আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না।

'পাশাপাশি যারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি সকলকেই বলবো, চাকরিজীবী বলেন, ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা যার যার নিজ নিজ স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেই স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন বা আপনি যেগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন।'

সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশের দারিদ্রা থাকবে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কারণ বাংলাদেশের মানুষ অনেক সাহসী। জাতির পিতা তো এই মানুষগুলোকে নিয়েই যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছেন, সেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সারাবিশ্রের সবচেয়ে শক্তিধর সেনাবাহিনী ছিল। তারা খুব গর্ব করত। তাদের আবার কে হারাবে? কিন্তু বাঙালিরা তো হারিয়ে দিয়েছে তাদেরকে। যুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। কাজেই আমরা বিজয়ী জাতি। বিজয়ী জাতি হিসাবেই আমরা বিশু দরবারে উচু করে চলব। হাা, ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর আমাদের সম্মানহানি হয়েছিল। বাঙালি জাতি সে বিজয়ের বেশে থাকতে পারেনি। বরং একটা খুনী হিসাবে মাথা নিচু করে চলতে হয়েছে।'

'কিন্তু ১৯৮১ সালে আমি দেশে আসার পর আমাদের প্রচেষ্টায় ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর থেকে আমরা বাংলাদেশের মানুষ আমাদেরকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে। তারপর থেকে মানুষের সেবা করে আমরা অন্তত পক্ষে বলতে পারি, বিশ্বে এখন আমরা মাথা উচু করে চলতে পারি। সেই সম্মানটা আমরা অর্জন করেছি।'

দারিদ্রের হার আমরা কমিয়েছি। কিন্তু আমরা আরও কমাতে চাই। লক্ষ্য ছিল আমাদের ২০২১ সালের মধ্যে আমরা একেবারে বাংলাদেশকে দারিদ্রামুক্ত ঘোষণা করব। করোনা ভাইরাসের কারণে হয়ত সেটা আমরা পারিনি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকবে। জাতির পিতা বলেছিলেন যে দেশের মাটি এতো উর্বর, একটা বীজ ফেললে যেখানে গাছ হয়। সেই গাছের ফল হয়, সেই দেশের মানুষ কেন না খেয়ে কষ্ট পাবে, কথাটা অত্যন্ত বাস্তব। একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু সবাই নিজেরা ভাল থাকতে পারেন। আর যারা একটু বিত্তশালী তারা একট পাশে দাঁভালে আমি মনে করি আরও সন্দর জীবন পেতে

আমার একটাই লক্ষ্য, কারণ আপনারা এটা বুঝতে পারেন-বাবা মা ভাই সব হারিয়ে সেই শোক ব্যথা বুকে নিয়ে কাজ করি একটা লক্ষ্য সামনে নিয়ে। কারণ এদেশের মানুষের জন্যই তো আমার মা জীবন দিয়ে গেছেন, বাবা জীবন দিয়েছেন, ভাইয়েরা জীবন দিয়েছেন। আমার বাবা সারাটা জীবন কষ্ট শ্বীকার করেছেন। কাজেই আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কি পেলাম, না পেলাম সেই চিন্তা আমি কখনো করি না। আমার চিন্তা একটাই কতটুকু আমি মানুষের জন্য করতে পারলাম। দেশের

পারেন।'-

মানুষের জন্য করতে পারলাম, আপনাদের জন্য করতে পারলাম।
মূজিববর্ষে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট
সচিবদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা এই চিন্তাভাবনা থেকে
দেশপ্রেমে উদ্বন্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদেও একটা
মাথা গোঁজার ঠাই করে দিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে। এটা একটা মহৎ
কাজ আপনারা করেছেন।

ভবিষ্যতেও এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে কুধামুক্ত দারিদ্রামুক্ত সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে উঠবে, জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব। গণভবন প্রান্তে অনুষ্ঠানটি সংগ্রালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবদ্ধ আন্তর্জাতিক সন্দোলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে ওভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রীপরিষদ সচিব বন্দকার আনোয়ারল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া তিনজন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা এবং নিগুম চাকমা মতবিনিময় করেন।



প্রধানমন্ত্রী শেশু হাসিনা গতকাল গণতবন থেকে ভিডিও কনফারেলের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেদন কেন্দ্রে মুক্তিবর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগলের গৃহ উপহার অনুষ্ঠানে গৃহহত্তান্তর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন

গৃহ উপহার কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দেশ থেকে দারিদ্যু দূর হবে

স্টাক বিপোর্টার

দেশের সার্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি হাজিক মানুষকে সঞ্চল করে তোলা সরকারের লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বিভশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহাত্ত দুছু মানুষের পাশে দাঁড়ানের আহবান জানিয়ে বন্দেন, যেন প্রক্রেকাই অন্তত কিছু দুছু পরিবারের দিকে কিরে তাকাছন সবাই সন্দিলিতভাবে কাজ করলে এলেশ থকে দারিন্ত দূর হবে। গতকাশ শনিবার 'মুলিবর্বেই গৃহহীন মানুষকে সরকারের সাজিবশাসের গৃহ উপহার কার্যক্রমের উল্লেখন অনুষ্ঠানে তিনি এসর কথা বন্দেন। প্রধানমন্ত্রী গণতবন থেকে বন্ধবদ্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আর্ট্রালি যুক্ত হব।

এ সময় সকল শ্রেণী-পেশার বিভ্নাগীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায়-দুস্থ মানুবের পাশে দাঁড়াদোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রথানমন্ত্রী পেথ হাসিনা। তিনি বলেন, তথু নিজেরা তালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে
ধং পুরুষ ৭য় কলাহ স্পেন

স্মিলিতভাবে কাজ

আরাম আয়েশে থাকব-আর আমার দেশের মানুষ এলাকার মানুষ কটে থাকবে, এটা তো মানবতা না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা দারিদ্রের হার কমিয়েছি। কিন্তু আমরা আরো কমাতে চাই। লক্ষা ছিল আমাদের ২০২১ সালের মধ্যে আমরা একেবারে বাংলাদেশকে দারিদ্রামৃক্ত ঘোষণা করব। করোনার কারণে হয়তো সেটা আমরা পারি-নি। কিন্তু আমাদের প্রচেটা অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকবে। প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বান্তবায়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মনিও করোনার কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে। তারপরও তৃণমূলের মানুষ যাতে ভালো থাকে সে লক্ষ্যে ভাদের আর্থিক সহায়তা নিভিতের চেটা করে যাচিছ। আমি মনে করি বিস্তশালীরা যদি নিজ নিজ এলাকায় অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকান, কাউকে একটা ঘর করে দিলেন, কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি বলেন, যারা যে কুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি সবাইকে বলব সেই স্থলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। বা আপনি যে গ্রামে कनुभारन करतरहन, त्मेरे शास्म स्य कंग्रोग মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে স্থিলিত কাজ করলে পরে এদেশের मातिना थाकरव ना। पूक्किववर्र निक्ष অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়ার जना मश्चिष्ठ मितरानद धनाबान **जानि**या প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা এই চিন্তাভাবনা থেকে দেশেপ্ৰমে উৰুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষতলোর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের একটা মাখা পৌজার ঠাই করে দিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে। এটা একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। গণভবন প্রান্তে वनुष्ठांनि नक्षानना करतन क्षत्रानमञ्जीत मूचा সচিব ভ, আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্বেদন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে তভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খনকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গৃহ পাওয়া তিন জন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা এবং নিগুম চাকমা। প্রসঙ্গত, সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পদ্ম করেছেন। আজ ১৬০টি পরিবারের গৃহের চাবি হস্তান্তর করা

প্রতিদিরের সংবাদ



প্রধানমারী শেখ হাসিনা গতকাল গণ্ডবন থেকে ভার্চুয়ালি প্রত্যক্ষ করেন সচিবদের এক অনুষ্ঠান 🔸 পিআইঙি

বিত্তবানদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী দারিদ্যবিমোচনে জনগণের পাশে দাঁডান

প্রতিদিনের সংবাদ ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্রা विस्माहरन एमर्गत विख्वानरमत সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্বিলিতভাবে কাজ করলে দারিদা থাকবে না। শেখ হাসিনা গতকাল শনিবার 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকীরের সচিবদের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেপের মাধ্যমে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

দারিদ্যবিমোচনে জনগণের পাশে দাঁড়ান

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চনালি অংশগ্রহণ করেন

श्रधानमञ्जी। थवत वामरमत् ।

গৃহ উপহার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় ব্যক্তিগত অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'যারা আমাদের বিশুশালী, তারা যদি হাসিনা বলেন, 'যারা আমানের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুছ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর নেই তো খরু করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের সহযোগিতা করল। সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো দরিদ্র থাকবে না। তিনি আরো বলেন, ভিধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ

কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা ना

স্বাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা খেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলঙলোর উন্নয়নের জনা একটু কাজ করুন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যে কয়টি মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করুন। মুজিববর্ষে বাংগাদেশের একটি মানুষও পৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এপিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেষ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতা সরকারি কর্মকর্তাদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা এই গ্রামের মানুষঙলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা

কিছু করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল্ দুঃবী মানুষের মুখে হাসি ফ্রোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুঃখী মানুবের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। তির পিতা বঙ্গবড়ু শেখ মুজিবুর রহমানের পদান্ধ অনুসরণ করে সমৃদ্ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমি যদি একট কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। की (भनाम, ना (भनाम, स्मेट हिंखा जामि कथरना कड़ि না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদিও করোনাভাইরাসের কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে কিন্তু আমরা বসে নেই। এই করোনাভাইরাসের মধ্যেও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক

সাহাযা পৌছে দিছি।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নেই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নেই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ মোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকার প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে ক্ষোত ঢাকার প্রায় ৬০ হাজার পারবারকে যার করে দেওয়া হছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-দেওর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-বাক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৬ হাজার ২২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।





প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার গণভবন থেকে ডিভিও কনফারেসের মাধামে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জতিক সম্মেলন কেন্দ্রে যুক্ত হন -ফোকাস বাংলা

সবাই মিলে চেম্ভা করলে দেশে দরিদ্র থাকবেনা : প্রধানমন্ত্রী

যাযাদি রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ওধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরান আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কটে থাকবে, এটাতো মানবতা না, এটাতো হয় না। সবাই মিলে চেটা করলে দেশে আর কোনো দরিল্ল থাকাবেনা।

দুলিববার্ধ গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শনিবার এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। গণতবন থেকে ভিডিও কনফারেসের মাধ্যমে বসবকু আয়র্জাতিক সাম্মেপন কেন্দ্র (বিআইসিমি) প্রাপ্তে যুক্ত হন তিনি। বক্তবকু আন্তর্জাতিক সাম্মেপন কেন্দ্রে বক্তবা রাখেন মন্ত্রিপরিখন সচিব ধানকার আনোহ্যারল ইসলাম। গণতবন প্রস্ত থোকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড, আহমদ কায়কভিস।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, মুজিববর্ষে দেশের সবগৃহহীনকে ঘর করে দেওয়ার সরকারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮০ জন সচিবনিজ নিজ এলাকায় ১৬০টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে নিয়েছেন।

এমন উদ্যোগের জন্য সচিবগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, তারা মানুষের জন্য কিছু করার চিত্রাভাবনা থেকে দেশপ্রেমে উদুদ্ধ হয়ে যে মানুষকুলোর পালে দাঁছিয়েছেন, তাদের একটা মাখা গোঁজার ঠাই করে নিয়েছেন, একটা ঘর করে দিয়েছেন, একটা মহম কাজ আপনারের করেছেন। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে মানুষজন আপনাদের পালাভ অনুসরল করেহে এবং মানুষের পাশে দাঁছারে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্লে কুধা ও লারিব্রানুক উরত্বসমুদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে।

প্রধান-জী বালন, ২০২০ সাল জাতির পিতা বসবদ্ধ শেখ মূজিবের জন্মশতবার্থিকী এবং এই মূজিববর্থে আমাদের ঘোষণা বাংগাদেশে আর একটি মানুবঙ গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবেনা। এই কর্মসূচি বায়বায়নে সরকারের পক্ষ থোকে উদ্যোগ নেওয়া হলেও পুঠা ২ কলাম ৫

সবাই মিলে চেষ্টা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আছকে নিজ নিজ এলাকার দরিত্র অসহায় মানুষকে হর তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমৈ সচিবরাও সরকারি এই উদ্যোগে শরিক হয়েছেন এবং প্রত্যেক নিজ নিজ এলাকার দুইটি করে ঘর করে দিয়েছেন। এই ঘর দেওয়ার পর দ্যাত্তী মানুষের মনে যে আনন্দটা আসবে, আমি মনে করি এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। যুদ্ধবিধান্ত দেশ পুনর্গঠনকালে গৃহহীনকে ঘরবাড়ি করে দেওয়া এবং ভূমিছানকে খাসজমি প্রদানে জাতির পিতার 'গুছগ্রাম' প্রকল্পের স্মরণ করে তিনি আরও বলেন, বসবস্থ নিজে নোয়াখালী যান (এখন লক্ষীপুর তখন সেটা মহকুমা ছিল) এবং সেখানেই গুজ্ঞ্যাম প্রকল্পের ভিত্তি রচনা করেন। তার কৃষিমন্তী আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের ওপরই এই দায়িত ছিল এবং তিনি সেখানে ঘর তৈরি করে নিয়ে আদেন। বঙ্গবন্ধু সে সময়ই প্রাথমিক শিক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি যাপ্রিকীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগত নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌছে লেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি মহকুমাকে জেলায় জপান্তরিত করে জেলা গভর্নর নিযুক্ত করে দেন।

জেলা গভর্নর নিযুক্ত করে লেন।
জাতির পিতার 'গুচ্ছপ্রমা' প্রকরের
অনুকরণে তার সরকার 'অপ্রমা', 'যরে
ফেরা এবং 'আমার বাড়ি আমার খামার
কর্মসূচি বান্তবামান করেছে জানিয়ে শেখ
ছাদিনা বলেন, ঢাকার বন্তিবাদী যদি নিজ
প্রামে ফিরে যায় তাহলে তাদের
সরকারের চাকায় খর-করে পেওয়;
খাবারের বাবছা এবং টাকা পয়সা
লেওয়ার বাবছা এবং টাকা পয়সা
লেওয়ার বাবছা নেওয়া হয়। করল
প্রত্যেক ফেন নিজে কিছু করে
সুলরভাবে বাঁচতে পারেন, কারও কাছে
যেন ছাত পাততে না হয়। গ্রামীল
জনপাকে আর্থিক সক্ষলতা এনে
দেওয়ার লক্ষা বাাপকভাবে রাজাঘাট
নির্মাণকর প্রত্যেক খরে বিলুহ পৌছে
দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েরি এবং মুজিববর্ষে
লেশের প্রত্যেকটি খর যেন আলোকিত

হয় সে ব্যবস্থা নিয়েছি।
দেশের মানুষের কদ্যাশে জাতির পিতার
অবলান উল্লেখ করে তার কন্যা বাদান
বসবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের আজদ
ক্যামের মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশের লুখী
মানুষের মুখে হাসি জোটানো। বকবন্ধ
ব্যক্ত জীবনে অনেক কিছু করতে
পারতেন। তারপরেও দুখী মানুষের কথা
ভাবেই তিনি সে পথ বেছে নেননি।
মানুষের দুখে-দুর্শশা তিনি (জাতির
পিতা) ছোটারেল। খেকেই নিজ চোধে
দেখেছেন। যে কারশে তার কবসময়
একটা উল্লেখ্যই ছিল-মানুষের জন্য কিছু
করার। বাংলার নিপাঁছিত, বজিত
জনগণের সীমাহীন দুখে-দুর্শশা ও
নারীদ্রের কশায়াত দেখে জাতির পিতার

প্রাণ কেঁদে উঠত।
বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পর
জনগণকৈ উত্তত-মূপর জীবন দেওয়াই
বসবন্ধর অন্যতম সক্ষা ছিল জানিয়ে
তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের
উল্লোখ্যে দেশবাাপী কমিউনিটি ব্রিনিক
গড়ে তোলাও জাতির পিতার চিন্তার
ফললা। প্রতিটি ইউনিয়ানে তিনি ১০
প্রায়ে হামপাতাল করে দেওয়ার
উল্লোপ নেন। তার ডিন্তা ছিল
চিকিৎসানেবাকে মানুকের দোরগোড়ায়
পৌছে দেবেন।





প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবদের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন

পিআইডি

সচিবদের গৃহহীনদের গৃহ উপহার কার্যক্রমের উদ্বোধন সম্মিলিত প্রচেস্টায় দূর করব দারিদ্যে : প্রধানমন্ত্রী

নিজন্ব প্রতিবেদক

দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের এণিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সমিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র থাকবে না। শনিবার গণভবন থেকে ভিভিও কনফারেলিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবদের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

সিমালিত প্রচেষ্টায় দুর করব দারিদ্র্য : প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আখাদের বিভশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, যর নাই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের বাবস্থা করে দিল, তাদের সহযোগিতা করল। গুধু নিজে ভালো থাকব, নিজে পুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা করে থাকবে, এটা তো মানবতা না। সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলের উরয়নের জনা একটি কাজ করেন। আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সে গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে এ দেশে দারিদ্রা থাকবে না, সরকারের সেই যোলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বান্তবান্তনে এণিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ খাসিনা।

তিনি বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা এই প্রামের মানুষগুলোই তো। মাধার ঘাম পারে ফেলেই তো তারা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষাই ছিল দুঃখী মানুষের মূখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুঃখী মানুষের মূখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বছু পাওয়া।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের পদান্ধ অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জনা, এটাই আমার জীবনের রার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাদিত জীবনের কথা তুলে ধরে মেয়ে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দৃতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদৃত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদের তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদেরই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরই ক্ষমতায় বসিয়েছে।

জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের ইটার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী। তিনি বলেন, পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ ১১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ তক্ত্ব করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে গুরু করে।

প্রধানমন্ত্রীর দক্ষতর থেকে জানানো হয়েছে ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসম্থ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যরে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-দক্ষতর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তি উদ্যোগে নিজম্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২২২টি গৃথনির্মাণের জন্য প্রতিপ্রভাব। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮০২ জন, মন্ত্রপালয়া ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি। গণভবন থেকে ভিতিও কনফারেলের মাধ্যমে বসবন্ধ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ভ, আহমদ কায়কাউস গণতবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। পুলিশ সদস্যরা জনতার পুলিশে পরিণত হবে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেছেন, মুজিব বর্ষে পুলিশ সদস্যরা জনতার পুলিশে পরিণত হবে। কমিউনিটি পুলিশিং দিবস উপলক্ষে শুক্রবার দেওয়া এক বাণীতে তিনি বলেন, আমি আশা করি, মুজিব বর্ষে নতুন স্পৃহা ও আদর্শে উন্দীন্ত হয়ে পুলিশ সদস্যরা জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা বঙ্গবদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের জনতার পুলিশে পরিণত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশ পুলিশ দেশ ও জাতির সেবার প্রতিনিয়ত তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব একনিষ্ঠভাবে ও সাহসিকতার সঙ্গে পালন করছে। জনগণ ও পুলিশের পারম্পরিক আহু, সমঝোতা ও প্রদ্ধা কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মূল কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আধুনিক কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবহাপনায় জনগণের সঙ্গে প্রাণধন্ত সম্পর্ক হাপনের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন, আইনশৃজ্ঞালা রক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদির উৎস উদঘটনপূর্বক তা সমাধান ও অপরাধ ভীতি ব্রাস করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশবাাপী কমিউনিটি পুলিশিংটোর কার্যক্রম শুরু হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে ৬০ হাজার ৯১৮টি কমিটির মাধ্যমে ১১ লাখ ১৭ হাজার ৮০ জন কমিউনিটি পুলিশিং সদস্য পুলিশের সঙ্গে একযোগে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

শেষ হাসিনা বলেন, ইতোমধ্যে, বাংলাদেশে রেলগুরে, ইভান্টিয়াল এবং হাইওয়ে পুলিশেও কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে অপরাধ দমনে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। আগামীতেও নারী নির্যাতন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনের পাশাপাশি সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি পুলিশিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে সহজলভা প্রযুক্তি অপরাধকে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পরিসরে দ্রুত বিমৃত করছে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধ উদঘাটনে পুলিশকে উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জনগণ ও রাষ্ট্রের অন্য সংস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে সবার সহায়তায় একযোগে কাজ করার কোনো বিকল্প तिहै। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ পুলিশকে সাইবার ক্রাইম, জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন, মানি লন্ডারিং ইত্যাদি সমসাময়িক চ্যালেঞ মোকাবিলায় সক্ষম একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে তার সরকার আন্টি টেরোরিজম ইউনিট, সাইবার ইউনিট গঠনসহ সবধরনের সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ার লক্ষ্যে পুলিশের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে জনবল ও বাজেট বৃদ্ধিসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আওয়ামী লীগ সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্বল ইতিহাস। সেই মৃক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বন্ধ হয়ে একটি সম্প্রীতিময়, শোষণমৃক্ত, জন্ধি, মাদক ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানবিক দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী দিনওলোয় পুলিশের সব সদস্য আরও আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার

সর্বশেষ আগতেই পেতে তিনি বি আগতে তেতিল নিতে কোটো আন কল তিনি বি

দ্বিতীয় সংস্করণ





প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পিআইডি

প্রান্তিক মানুষকে সচ্ছল করাই লক্ষ্য

সরকারের সচিবগণের গহ

উপহার কার্যক্রমের উদ্বোধন

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

দেশের সার্বিক উল্লয়নের পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষকে সঞ্চল করে তোলা সরকার লক্ষা বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বিশ্রশালীদের নিজ নিজ এলাকার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন,

অসহায়-দুছ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'মেন মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে প্রত্যেকেই অন্তত কিছু দৃষ্ট পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়। সবাই সন্মিলিতভাবে কাজ করলে এদেশ থেকে দারিদ্রা দূর হবে।

প্তকাল শনিবার 'মুজিববর্ষে পৃহহীন

মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণ্ডবন থেকে বদবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে

ভার্ত্বালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। প্রসঙ্গত, সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ নিজ এগাকায় নিজয় অর্থায়নে ১৬০টি ঘর নির্মাণকান্ত সম্পন্ন করেছেন। অনুষ্ঠানে ১৬০টি পরিবারের গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

'আমরা দারিদ্রের হার

কমিয়েছি। কিন্তু আমরা আরও কমাতে চাই। লক্ষা ছিলো ২০২১ সালের মধ্যে আমরা একেবারে বাংলাদেশকে দারিদ্রামূক্ত ঘোষণা করবো। করোনার কারণে হয়তো সেটা আমরা পারিনি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উল্লয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন গদক্ষেপ বাস্তবায়ুন ও পরিকল্পনা গ্ৰহণের কথা এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

প্রান্তিক মানুষকে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'যদিও করোনার কারণে অনেক কাজ ধমকে গেছে। তারপরও তণমূলের মানুষ যাতে ভালো থাকে সে লক্ষ্যে তাদের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতের চেক্টা করে যাচ্ছি। আমি মনে করি বিত্তশালীরা যদি নিজ নিজ এলাকায় অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকান, কাউকে একটা ঘর করে দিলেন, কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'যারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি সবাইকে বলবো সেই স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। বা আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশের দারিদ্রা থাকবে না।

মুজিববর্ষে নিজম্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তারা এই চিন্তাভাবনা থেকে দেশেপ্রেমে উন্থন্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের একটা মাথা গৌজার ঠাঁই করে দিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে। এটা একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন।

গণভবন প্রান্তে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড, আহমদ কায়কাউস। বন্ধবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে হুডেচ্ছা বন্ধব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া তিনজন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা এবং নিওম চাকমা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

আমাদের ভাষা গণমানুষের

দেশে কেড

'সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রম উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

निक्षप्र शिव्यासक

দুখু মানুষের সহায়তায় বিভবানদের এণিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা। তিনি বলেজেন, দেশের উন্নয়নে স্বাই সন্মিলিডভাবে কাল করলে দ্বারিদ্রা থাকরে না। তিনি বলেন, যারা আমানের বিভ্লালী, ভারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ জ্যানেত্য কিছু নুষ্থ পরিবারের নিকে মিরে তাকার, যানের যার নেই, তানের যার করে দিশা, নুষ্ঠ পরিবারের বোকনের কিছু কাজের বাবছা করে নিগা, তানেরকৈ সহযোগিতা করণা, এর নিজে জালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার নেশের মানুহ, আমার এলাকার সাধারণ মানুষ তারা কটে থাকরে, এটা তেং মানবঙা না। প্রধানতী রদেন, যুক্তিববার্ষ বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকরে না। সরকারের সেই ঘোষণা

গৃহহীন ও ভূমিহীন ১৬০ পরিবারকে দেয়া হলো খরের চাবি

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না

> যে গ্রামে জন্মছেন সেখানকার মানুষকে সহযোগিতা করুন

যে স্কুলে পড়েছেন সেটির উন্নয়ন করুন

বাঙৰায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জনান তিনি ৷ গতকাল শনিবার গণতবন থেকে ভিডিও কনফারেলিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উয়েধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা এসব কথা বদেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ ও সচিব নিজ নিজ এগাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জনা নির্মিত মরের চাবি হস্তান্তর করেন।

সৰাইকে অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা যেসব স্থলে পড়াশোনা করেছেন সেসব স্থলঙলোর উল্লয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই প্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করেন। সরাই যিলে সন্মিলিত কাজ করলে পরে এদেশে দারিদ্রা থাকবে না । মুজিধবর্গে বাংলাদেশের একটি মানুষও পৃথহীন থাকবে না, সরকারের সেই মোষণা বাডবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের

ধনবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বজান, 'জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আভকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা, এই গ্রামের মানুষতলোই তো। মাথার যাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জনা আপনারা কিছু তো। মাধার যাম পারে তেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য অপনারা কিছু করে। তিনি বালে, জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষাই ছিল দুংবী মানুবের মুখে হামি চোটানো। আজকে এই একটা দর পাওয়ার পর দেই দুংবী মানুবের মুখে যথম হামি চোটা, তাখন তার যে জানাপ আসে, আমার মান হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। জাতির পিতা বক্তবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পনার অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বালেন শেখ হামিনা। তিনি বালেন, 'আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুবের জানা, এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই জিয়া আমি কথনো করি না। বৈসবদ্ধর সংগ্রামমূলর জীবন ভূপে ধরার পাশাপানি ১৯৭৫ সংস্থা তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা ভূপে ধরেন মেয়ে শেখ হাসিনা। জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা পুঠা ২ কলাম ৪



'মুক্তিববৰ্ষে গৃহতীৰ মানুহকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উলোধনী অনুষ্ঠানে গতকাল নেখানে প্রধানমন্ত্রী পেও হাসিনা

দেশে কেউ গৃহহীন

প্রথম পূঠার পর

দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দূতারাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদৃত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে ঘরবার্ডি পুড়িরৈছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, পুটপাট করেছে তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে। জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। পরবর্তীতে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী দীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাপে

কাজ গুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে চলতে গুরু করে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা বায়ে ঘর তৈরি করে দেয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকৈ ঘর করে দেয়া হছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/নফতর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।





ঢাকার বস্তিবাসীকে গ্রামে পাঠিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

দিনকাল রিপোর্ট

রাজধানীতে বসবাস করা বস্তিবাসীদের নিজ নিজ গ্রামে পাঠিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল শনিবার মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

গণভবন থেকে কনফারেনিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুছ > পৃ ২ ক ১>

ঢাকার বস্তিবাসীকে গ্রামে পাঠিয়ে

মানুষের সহায়তায় বিশুবানদের এগিয়ে আসলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। যারা বিভশালী, তারা যদি নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুছ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, যুর করে দেয়, কাজের ব্যবস্থা করে তাদের সহযোগিতা করে তাহলে দেশে দারিদ্রা থাকবে না। এ অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তথু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কটে

থাকবে, এটা তো মানবতা না ।

তিনি আরও বলেন, সবার প্রতি অনুরোধ, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যে কয়জন মানুষকে পারেন সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সন্মিলিতভাবে কাজ করলে এ দেশে দারিদ্রা থাকবে না। বঙ্গবন্ধুর শৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে এই গ্রামের মানুষগুলো। মাধার যাম পারে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন।

এ সময় মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সুরুকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এপিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ

হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের পদান্ধ অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করার আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিলু দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে

বড় পাওয়া।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দক্ষতর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজম্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।



প্রধানমন্ত্রী গতকাল গণতবন থেকে ভিভিও কনফারেঙ্গের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবদের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানে গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন

সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্য দূর করতে পারে

প্রধানমন্ত্রী

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, সবার সমিলিত প্রচেট্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্রা দর করতে পারে।

তিনি বলেন, 'গুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কটে থাকবে, এটাতো মানবতা না, এটাতো হয় না। কাজেই সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোন দরিদ্র থাকবে না।'

শেষ হাসিনা গতকাল 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উল্লেখনী অনুষ্ঠানে প্রধান অভিথির ভাষণে এ কথা

গণভবন থেকে ভিভিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সন্দেশন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুরালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। মূজিববর্ষে দেশের সব গৃহহীনকে ঘর করে দেয়ার সরকারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সচিবদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮০ জন সচিব নিজ নিজ এলাকায় ১৬০টি গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীনদের দিয়েছেন। ভিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুর সাহসী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব।

সে সময় বিশৈ অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীর গর্বিত আচরণ শ্বরণ করিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, 'তারা খুব গর্ব করতো, তাদের আবার কে হারাবে, কিন্তু বাঙালিরা তাদের হারিয়ে যুগ্ধে বিজয় অর্জন করেছে।'

মন্ত্রিপরিষদ সচিব ধন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কারকাউস গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্জালনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'পেশাজীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মেছেন তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন।'

করোনার মধ্যে তার সরকারের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য পৌছে দেয়ার প্রচেষ্টার উল্লেখ করে সরকার প্রধান আরও বলেন, 'যারা বিক্তশালী তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই দুস্থদের নিকে যেন ফিরে তাকান। গৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাদের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।' তিনি সচিরদের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি সন্দিশিত: পৃষ্ঠা: ২ ক: ৫



সম্মিলিত : প্রচেষ্টাই (১২ পৃষ্ঠার পর)

মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তা-ভাবনা থেকে
দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকে যে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের
একটা মাখা গোঁজার ঠাই করে দিয়েছেন। একটা ঘর করে দিয়েছেন, একটা
মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে মানুষজন
আপনাদের পদাভ অনুসরণ করবে এবং মানুষের পাশে দাঁড়াবে। ফলে
বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত উন্নত-সমুদ্ধ হয়ে গড়ে উঠবে। জাতির

পিতার স্থপ্ন আমরা পূরণ করব,' যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী এবং এই মুজিববর্ষে (২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ) আমাদের ঘোষণা বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীণ থাকবে না, ভূমিহীন থাকবে না। তিনি বলেন, তার সরকারের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হলেও আজকে নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এই উদ্যোগে শরীক হয়েছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দুটি করে ঘর করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কাজেই আজকে এই ঘর দেয়ার পর দুঃখী মানুষের মনে যে আনন্দটো আসবে, আমি মনে করি এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।' 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি কোটানো', উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি জীবনে জনেক কিছু করতে পারতেন। তারপরেও দুঃখী মানুষের কথা ভেবেই তিনি সে পথ বেছে নেন নি।'

বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, 'মানুষের দুঃখ দুর্দশা তিনি (জাতির পিতা) ছোটবেলা থেকেই নিজ চোখে দেখেছেন। যে কারণে তার সব সময় একটা উদ্যোগই ছিল- মানুষের জন্য কিছু করার।' তিনি বলেন, 'বাংলার নিপীড়িত, বঞ্চিত জনগণের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্রের ক্ষাঘাত দেখে জাতির পিতার প্রাণ কেঁদে উঠতো। যে কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এদেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করে যাবেন। আর সেটা করতে গেলে এদেশ স্বাধীন করতে এবং

এ দেশের মানুষকে একটা সুন্দর জীবন দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা নিজের জীবন উৎসর্গ করে জেল, জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনিই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে আজ্মপরিচয়ের সুযোগ করে দিয়ে গেছেন।' তিনি বলেন, 'জাতির পিতার নীতি ও মহান আদর্শের উদাহরণ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতা আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি বা পিছপা হননি, সবসময় ন্যায্য কথা বলেছেন, ন্যায্যভাবে চলেছেন এবং এ দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।'

— www.karatua.com +(ব্ৰেছি : ব্ৰাছ ২০ + ৪৫ জম বৰ্ষ + সাংখ্যা ৮০ + বছান্তা ব্ৰেহেজ ১৪ আর্থিক ১৪২৭ + ১৪ রাখিটল আভ্যোস ১৪৪২ হিজাবি + ১ সভেম্বর ২০২০ + www.karatua.com.hd



সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না: প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা অফিস :
দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিভবানদের
এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন,
দেশের উন্নয়নে সবাই সন্মিলিকভাবে
কাজ করলে দারিদ্রা থাকবে না।
গতকাল শনিবার গণভবন থেকে
ভিডিও কনফারেলিংয়ের মাধ্যমে
'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে
সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার'কার্যক্রমের (২ পৃঃ ৭ কঃ জঃ)

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

(প্রথম পাতার পর) উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন। এই কার্যক্রমের অংশ

হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের বিত্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর নাই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদেরকে সহযোগিতা করল। তথু নিজে ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কৃষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না। সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জনুগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সমিলিত কাজ করলে পরে এদেশে দারিদ্র্য থাকবে না । মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না- সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা- এই গ্রামের মানুষগুলোই তো। মাধার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। জাতির পিতা বঙ্গবদ্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদান্ধ অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের

জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথাও তুলে ধরেন মেয়ে শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দৃতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদৃত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে-তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে। জাতির পিতাকে হত্যার পর মৃত্তিমৃদ্ধের চেত্রার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, পরবর্তীতে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে তরু করে।

প্রধানমন্ত্রীর দক্ষতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে কিন্তু ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দফতর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/বারি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমেটি ৬ হাজার ২৺ ২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিপ্রশাক বিদ্যালয় ব সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।

জনগণের মুখপত্র

प्हाद्यद्य पर्ना

রোববার



সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্যু থাকবে না : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ।
দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিশুবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্রা ধাকবে না। গতকাল শনিবার গণতবন থেকে ভিডিও কনফারেলিগতেরর মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উল্লেখন করে তিনি একথা বলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জনজ্যের্ঠ

প্রস্ঠা ২ কলাম ১

সম্মিলিতভাবে কাজ

প্রথম পাতার পর

সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের বিস্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দৃস্থ পরিবারের দিকে কিরে তাকায়, ঘর নাই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদেরকে সহযোগিতা করল, তথু নিজে ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা করে থাকবে, এটা তো মানবতা না। সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জনুগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা

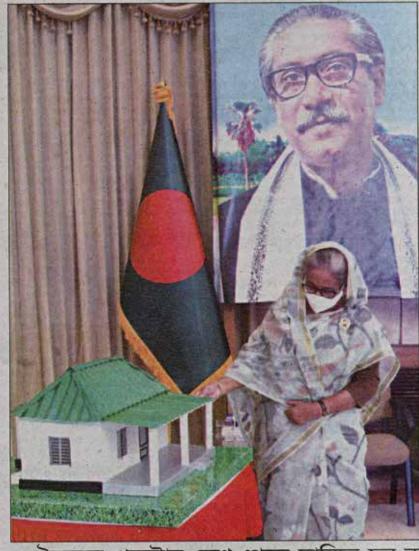
স্বাই মিলে সন্মিলিভ কাজ করলে পরে এদেশে দারিদ্র্য থাকবে না। মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা এই গ্রামের মানুষণ্ডলোই তো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুংখী মানুষের মুখে যথন হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুংখী মানুষের মুখে যথন হাসি ফোটো, তখন তার যে আনন্দ্র আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের পদান্ধ অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। আমি যদি একট্ কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না। বঙ্গবন্ধর নির্ধারিত জীবনের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরেন মেরে শেখ হাসিনা।

জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দৃতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদৃত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী..পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে। জাতির পিতাকে হত্যার পর ভিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন আওয়ামী মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরাতে বাংলাদেশের হাতার ক্যাত বতার দীপ্ সভানেত্রী শব্দ হাসিনা। পরবর্তীতে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ গুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে তরু করে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দণ্ডর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজম্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২শ ২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।

এগিয়ে থাকার জন্য

THE DAILY BHORER DAK

प्याय जाया



श्रधानमञ्जी শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেগের आशास्त्र বন্ধবন্ধ আন্তর্জাতিক সম্মোজন কেন্দ্ৰ 'मुक्तिववदर्ष গৃহহীন भानुषदक সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' <u>जन्छात्नव</u> **डिर**्धाथन करत्रम পিআইডি

এক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করবো নিজে একা একা ভাল থাকা

মানবতা নয় : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : দৃত্ব মান্যের সহায়তায় বিভবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্রা থাকবে না। গতকাল শনিবার গণতবন থেকে ভিতিও ক্নফারেসিংহার মাধ্যারে মাজববর্ষে গৃহহীন মানুষকে স্ক্রকারের স্টিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উন্নোধন করে তিনি একথা বলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত

ষরের চাবি হস্তান্তর করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের
বিস্তুশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ
নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের
দিকে ফিরে তাকায়, বার নাই তো ঘর
করে নিল, তাদের কিছু কাজের বাবস্থা
করে নিল, তাদের কিছু কাজের বাবস্থা
করে । তথু নিজে ভালো থাকবো,
নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরামআয়েশে থাকব, আর আমার দেশের
মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা
করে থাকবে, এটা তো মানবতা ন।
করে অনুরোধ জানিরে তিনি
বলেন, আপনারা যেসব স্কুলে
পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলগুলোর

উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন।

আপনি যেই গ্রামে জন্যগ্রহণ করেছেন

সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে
পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই

মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে
এদেশে দারিদ্রা থাকবে না। মূজিববর্রে
রংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন
থাকবে না, সরকারের সেই খোষণা
বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের
ধন্যবাদ জানান শেষ হাসিনা। তিন
বলেন, জাতির পিতা সরকারি
অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন

যে আপনারা আজকে যা কিছু পান,
তার মূলে কারা এই গ্রামের
মানুষগুলোই তো। এরগর গুটা ২ কলাম ৪



নিজে একা একা ভাল থাকা

প্রথম প্রচার পর : মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষাই ছিল দুঃখী মানুষের মূখে হাসি काणिता । जाजरक এই এकण घर भागार भर एमरे मुश्यो मानुरसर मूर्य यथन शांत्र कार्ण. তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। আমি যদি একটু কিছু করে যৈতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরেন মেয়ে শেখ হাসিনা। জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান খনিদের বিভিন্ন দুতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে। জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিয়দ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শখ হাসিনা। পরবৃতীতে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করলে বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচ করে চলতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নাই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নাই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, যাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২শ ২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার ৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।





সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দেশে দারিদ্য থাকবে না

—প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক =

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবাই
সম্মিলিতভাবে কাজ করলে বাংলাদেশে দারিদ্রা
থাকবে না। এজনা দুস্থ মানুষের সহায়তায়
বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন
তিনি। গতকাল 'মুজিব বর্ষে গৃহহীন মানুষকে
সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।
সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ
নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি ভূমিহীন ও
গৃহহীন পরিবারের জনা গৃহ নির্মাণ করেন।
গতকাল ১৬০টি পরিবারের মধ্যে গৃহের চাবি
হস্তান্তর করা হয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন
কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে
ভার্চ্য়ালি যুক্ত হন শেখ হাসিনা।

দুছ মানুষের সহায়তায় বিত্তশালীদের এগিরে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের যারা বিত্তশালী, তারা যদি প্রত্যেকে যার নিজ নিজ এলাকায় অন্তত কিছু দুছ্ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, কাউকে একটা ঘর করে দেয়, কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল। তাদের একটু সহযোগিতা করল...।' গুধু নিজে ভালো থাকব। নিজে সুন্দর থাকব। নিজে আরাম আরেশে থাকব—আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না।'

শেখ হাসিনা বলেন, যারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি সবাইকেই বলব, চাকরিজীবী বলেন, ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, এরপর » পৃঠা ও কলাম ১



সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রত্যেকর কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা যার যার নিজ নিজ ভুলগুলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন বা আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই প্রামে যে করটা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাঞ্চ করলে এ দেশে দারিন্তা থাকবে না।

তিনি বলেন, দারিদ্রোর হার আমরা কমিয়েছি। কিন্ত আমরা আরো কমাতে চাই। আমাদের লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একেবারে পর্যবিদ্রামূক্ত ঘোষণা করব। করোনাভাইরাসের কারণে হয়তো সেটা আমরা পারিনি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকবে।

সরকারপ্রধান বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন, যে দেশের মাটি এত উর্বর, একটা বীক্স ফেললে যেখানে গাছ হয়। সেই পাছে ফল হয়, সেই দেশের মানুষ কেন না খেয়ে কট পাবে। কথাটা অত্যন্ত বান্তব। একটু চেটা করলেই কিন্তু সবাই নিজেরা ভালো থাকতে পারেন। আর যারা একটু বিত্তশালী তারা একটু পাশে দাঁড়ালে আমি

মনে করি আরো সুন্দর জীবন পেতে পারেন। মুক্তির বর্ষে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘর উপহার দেয়ায় সংগ্রিষ্ট সচিবদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা এ চিব্রাজ্যবনা থেকে দেশপ্রেমে উতুত্ব হয়ে আজকে যে মানুষওলোর পাশে নাঁড়িয়েছে, তাদেরও একটা মাথা গৌজার ঠাই করে নিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে; এটা একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। ভবিষ্যতেও এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,

বাংলাদেশ বিশ্বে স্থামুক্ত, দারিল্রামুক্ত সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে

উঠবে, জাতির পিতার হয় আমরা পূরণ করব। গণতবন প্রাক্তে অনুষ্ঠানটি সঞ্জালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ভ, আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে ওভেছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিয়দ সচিব খলকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া তিনজন উপকারতোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা ও নিগুম চাকমা কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়, দেশে ঘর ও জমি নেই ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবারের। তাদের জন্য প্রাঞ্জলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। আর ভামি আছে কিন্তু খন নেই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবার রয়েছে। যাদের গৃহ নির্মাণে সরকারের প্রান্তলিত বায় ধরা হয়েছে ১০ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ১ হাজার ২২ কোটি টাকার প্রকল্প। এর আওতায় ৫৯ হাজার ৮০৩টি 'ঘর নাই জমি নাই' পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণের কাজ তরু হয়েছে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ৩ লাখ ১৯ হাজার ১৪০টি ভূমিহীন-পৃহহীন পরিবারকে ৪ হাজার ২৯৬ কোটি টাকা বারে পুহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া নতুন করে আরো ৬ হাজার ২২২টি পৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যার ২ হাজার ৮৩২টি জনপ্রতিনিধি, ২ হাজার ৫৬২টি মন্ত্রণালয়/সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৮২৮টি বেসরকারি/ব্যক্তি উদ্যোগে নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া ইয়েছে।

WING THE PROPERTY OF THE PROPE

বিত্তবানদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

নিজ এলাকার দুস্থদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন

নিজস্থ প্রতিবেদক **•**

শুধু নিজে আরাম-আয়েশে থাকার চিন্তা না করে সমাজের দুছু মানুষের সহায়তার এপিয়ে আসাতে বিশুবানদের প্রতি আহ্বান আনিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল শনিবার পদতবন থেকে ভিতিও কনফারেঙ্গে 'মুজিববর্মে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্মজনের উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান তিন। দেশের উন্নয়নে দাবিদ্রা থাকবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের জন্য ঘর নিরাপ করে নিয়েছেন। এ অনুষ্ঠান থেকে এসব খারের চাবি দুছ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সচিবদের এ উদ্যোদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ থাসিনা বলেন, বিভশালারা এজাবে তার দিজ দিজ এলাকায় প্রত্যেকেই যদি অন্তত কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে কিছেরে তাঝায়; ঘর নেই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের বারস্থা করে দিল, তাদের সহযোগিতা করল। শুধু দিজে জালো থাকব, দিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব আর আমার দেশের মানুব, আমার এলাকার মানুব তারা করি তার কাল।

নার, এটা তো হয় না।
বিশুবানদের নিজ নিজ এগাকার
উন্নরনে অবদান রাখার আরোন
জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকের
কাছে আমার এটা অনুরোধ থাকবে,
আপনারা যার যার নিজ নিজ স্কুলে
যেখানে পড়াশোনা করেছেন সেই
স্কুলগুলোর উন্নয়নের জনা কাজ
করেন। আপনি যে প্রামে কর্মুহণ
করেন্ত্রন সেই প্রামে যে কয়টো
মানুষকে জ ধরপর পুষ্ঠা ১১, কগাম ৪



গণভবন থেকে গতকাল ভিডিও কনফারেপের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উত্বোধনের পর একটি নমুনা গৃহ দেখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা • বাসস

নিজ এলাকার দৃস্থদের সাহায্যে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পারেন সহয়োগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

क रमरण मातिमा धाकरव ना ।

বন্ধবন্ধর পদান্ধ অনুসরণ করে সরকার দেশের দুঃখী মানুবের মুখে হাসি ফোটাতে কান্ধ করে থাচ্ছে মন্তবা করে তাকে উছ্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বলেছেন– আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আগ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উরত জীবনের অধিকারী হবে। এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।

দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় সংকরের কথা আবারও উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম সেই চিন্তা আমি কখনো করি না। আমার চিন্তা একটাই কতটুকু আমি মানুষের জন্য করতে পারলাম, দেশের মানুষের জন্য করতে পারলাম।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র জানায়, ভূমি নেই, ঘর নেই এবং ভূমি আছে, ঘর নেই- এই দুই ক্যাট্যগরিতে দেশে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি গৃহহীন পরিবার রয়েছে। ১৮ হাজার

৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার সবাইকে ঘর নির্মাণ করে দেবে।

১৯৯৭ সালে গৃহহীনদের জনা ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার প্রকল্প নিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গৃহ নির্মাণ কর্মসূচিতে আবারও গতি আসে। ১৯৯৭ থেকে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ও লাখ ১৯ হাজার ১৪০টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

সবাই মিলে কাজ করলে দেশে দারিদ্য থাকবে না



বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে গতকাল গণভবন থেকে অঠুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কাগজ প্রতিবেদক : স্বাই
সমিলিতভাবে কাজ করলে দেশে
দারিদ্রা থাকবে না মন্তব্য করে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেভেন,
বাংলাদেশের মানুষ অনেক সাহসী।
জাতির পিতা এই মানুষগুলোকে
নিয়েই যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন
করেছেন। সেই পাকিস্তানি
সেনাবাহিনী সারাবিশে স্বচেয়ে
শক্তিধর ছিল। তারা খুব গর্ব করত।
তাদের আবার কে হারাবে? কিন্তু
বাঙালিরা হারিয়ে দিয়েছে তাদের।
যুদ্ধ আমরা বিজয় অর্জন করেছি।
কাজেই আমরা বিজয়ী জাতি। বিজয়ী
জাতি হিসেবেই বিশ্ব দরবারে মাথা

গৃহহীনদের গৃহ উপহার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

উচু করেই চলব। গতকাল শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগদের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চয়ালি বঙ্গবদ্ধ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। গণভবন প্রান্তে অনুষ্ঠানটি স্ঞালনা करतन প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। বঙ্গবন্ধ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে তভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়াকল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া ৩ জন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা ও নিগুম চাকমা মতবিনিময় করেন।

বিভ্রশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায়-পুত্র মানুষের পাশে দাড়ানোর আবোন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জামাদের বিভ্রশালীরা যদি নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই অন্তত কিছু পুত্র পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়। তথু নিজেরা ভালো থাকব, সুন্দর থাকব, আরাম আয়েশে থাকব আর আমার এলাকার মানুষ কটে থাকবে, এটা তো মানবতা নয়।

শেখ হাসিনা বলেন, যারা যে

ভুলে পড়াশোনা করেছেন, আমি
সবাইকেই বলব, চাকরিজীবী বলেন,
বাবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই
আছেন, প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ
থাকরে, আপনারা নিজ নিজ ভুলের
উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন।
আপনি যে গ্রামে জন্থ নিয়েছেন, সেই
গ্রামে যে কয়টা মানুষকৈ পারেন
সহযোগিতা করেন।

এ সময় জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কথা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম আর না পেলাম, সেই চিন্তা কখনো করি না। ৭৫-এ জাতির পিতাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দৃতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরকৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদের তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার > এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

সবাই মিলে কাজ করলে -

প্রথম পাতার পা

বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, দুটপাট করেছে তাদেরই

মন্ত্ৰী বানিক্তে ক্ষমতায় বশিয়েছে।

ভাতিব পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুক্তর চেতনার
বিপরীতে বাংলাদেশের ইটার কথা উল্লেখ করে আংরামী
লীপ সভাপতি বলেন, পরবর্তী সময় দীর্ঘ ২১ বছর পর
আওয়ামী লীপ সবকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ
তক্ত করলে বাঙলি জাতি বিশ দরবারে মাখা উঁচু করে
চলতে তক্ত করে। দেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে
আমরা নানা পদক্ষেপ বাস্তবারন করে বাচ্ছি। যদিও
করোনা ভাইবাসের কারণে হয়তো অনক কাজ থমকে
পেছে। তারপরও আমরা কিন্তু বসে নেই। এই করো
ভাইবাসের মধ্যেও একেবারে গ্রাম পর্যান্তের মানুষের কাজ
আর্থিক সহায়তা পৌভার আমরা সেই চেইাও করে যাচ্ছি।

শেব হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বলেছিলেন, যে দেশের মাটি এত উর্বর, একটা বীজ ফেললে যেখানে গাছ হর। সেই গাছের ফল হয়, সেই দেশের মানুহ ফেল না থেয়ে কষ্ট পাবে? কথাটা অত্যন্ত বাজব। একটু চেটা করলেই কিছ্ক সবাই নিজেরা ভালো থাকতে পারেন। আর যারা একটু বিভ্রশালী তারা একটু পাশে দাড়ালে আমি মনে করি আরো সুন্দর জীবন পেতে পারেন। তিনি বলেন, আমার একটাই লক্ষা, হয়তো আপনারা এটা বুকতে পারেন, বাবা-মা, ভাই সব হারিয়ে সেই পোকের বাখা বুকে নিয়ে কাক করি, এই একটা লক্ষা সামনে নিয়ে। কারণ এ দেশের মানুনের জনাই তো আমার মা জীবন কিয়ে গেছেন, বাবা জীবন দিয়েছেন, ভাইয়েরা জীবন কিয়েছেন। আমার বাবা সারাটা জীবন কট্ট শীকার করেছেন। কাজেই আমি বলি একটু কিছু করে বেতে পারি মানুমের জন্য এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পোলাম, না পোলাম সেই চিন্তা আমি কখনো করি না আমার চিন্তা একটাই কতটুকু আমি মানুনের জন্য করতে পারলাম। দেশের মানুনের জন্য করতে পারলাম।

প্রসঙ্গত সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব/সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব কর্বায়নে ১৬০টি গৃহ নির্মাণ করেছেন। অনুষ্ঠানে ১৬০টি পরিবারের মানে এসব গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়। বক্তবোর কলতেই মুজিববর্ষে নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের ঘব উপহারের জনা সংখ্রিষ্ট সচিবদের প্রতি ধনাবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশপ্রেমে উভুদ্ধ হরে আজকে বে মানুবগুলোর পাশে দাভিয়েছে, তাদের একটা যাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে, একটা ঘর করে দিয়েছে। এটা একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। ওবিষ্যুতেও এভাবে মানুষের পাশে দাঁভানোর আহবান জানিরে তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশে কুথামুক্ত ও দারিপ্রায়ুক্ত সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ বিশে কুথামুক্ত ওঠারে, জাতির পিতার স্থা আমরা পূরণ করব। জাতির পিতার উদ্বিত দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, সরকারি জমিসারদের এই কথাই বলেছিলেন— আপনারা আজকে বা কিছু পান, তার মূলে কারা, এই গ্রামের মানুষ্ডপোই তো। মাথার ঘাম পারে কেলেই তো এরা কর্ম উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল কক্ষাই ছিল দুংখা মানুষের মুখে হাসি

আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুংখী মানুষের মুখে বখন হাসি কোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া। ভবিষ্যতেও এভাবে মানুষের পাশে দাঁজানোর আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিষে ক্ষ্মানুষ্ঠ ও দাবিদ্রাম্বত সমুদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে উঠবে, জাতির পিতার সপু আমবা পুরণ করব।

वाश्ला पि त्म त न र्वा धिक अ हा ति छ जा छी य पि निक



সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ থেকে চিরতরে দারিদা দূর: প্রধানমন্ত্রী

প্রতিদিন ডেম্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্রা বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্রা দূর করতে পারে।

গতকাল সকালে গৃহহীন মানুষকে 'মুজিববর্ষে সবকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

থেকে जिपित গণভবন কনফারেন্সের মাধামে বঙ্গবন্ধ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তুতা এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

সম্মিলিত প্রচেষ্টায়

প্রথম পৃষ্ঠার পরা করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমন কায়কাউস গণ্ডবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। খবর বাসস।

স্পত্নবিধ প্রাপ্ত বেশ্বের অনুস্থানিক ঘর করে দেওয়ার সরকারের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বান্তিগত উদ্যোগে ৮০ জন সচিব নিজ নিজ এলাকায় ১৬০টি ঘর নির্মাণ করে গৃহহীনদের দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শুধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম-আয়েশে

থাকব আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কর্ষেট থাকবে, এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না। কাজেই সবাই মিলে চেন্টা করলে দেশে আর কোনো দরিদ্র থাকবে না। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাঁদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব।' সে সময় বিশ্বে অন্ততম শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীর গর্বিত আচরণ স্বরণ করিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'তারা খুব গর্ব করত, তাদের আবার কে হারাবে, কিন্তু বাঙালিরা তাদের হারিয়ে যুক্তে

বিজয় অর্জন করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, পেশাজীবী বলেন বা বাবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে– যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জনোছেন তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন।' করোনার মধ্যে তার সরকারের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য পৌছে দেওয়ার প্রচেন্টার কথা উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, 'খারা বিভ্রশালী তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রতেকেই দুস্কুদের দিকে যেন ফিরে তাকান। গৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাদের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।' তিনি সচিবদের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একট্রি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এ জন্য সবাইকে ধনাবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হলেও আজকে নিজ নিজ এলাকার দরিদ অসহায় মানুষকে ঘর তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এ উদোগে শরিক হয়েছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দুটি করে ঘর করে দিয়েছেন। কাজেই আজকে এ ঘর দেওয়ার পর দুঃখী মানুষের মনে যে আনন্দটা আসবে,

আমি মনে করি এটাই সব থেকে বড় পাঁওয়া। বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'বাংলার নিপীড়িত, বঞ্চিত জনগণের সীমাহীন দুঃখ-দুর্নশা ও দারিদ্রোর কশাঘাত দেখে জাতির পিতার প্রাণ কেঁদে উঠত। যে কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এ দেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করে যাবেন। আর সেটা করতে গেলে এ দেশ স্বাধীন করতে এবং এ দেশের মানুষকে একটা সুন্দর জীবন দিতে হবে। জাতির পিতার নীতি ও মহান আদর্শের উদাহরণ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতা আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি বা পিছপা হননি, সব সময় নাায্য কথা বলেছেন,

নাযাভাবে চলেভেন এবং এ দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা এ প্রসঙ্গে পিতা হিসেবে সর্ব সময় দেশের কাজে বাস্ত থাকায় তাঁকে কাছে না পাওয়া এবং দেশ স্বাধীনের পর ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া জাতির পিতার বিখ্যাত সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, জাতির পিতা বাংলার মানুষকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসতেন (আই লাভ জ্ঞাতির পিতা বাংলার মানুবকেই সব থেকে বোশ ভালোবাসতেন (আহ লাভ মাই পিপন)। এ দেশের মানুব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরই ভালোবাসা পেরেছে। যুদ্ধবিধ্যন্ত দেশ পুনগঠনকালে গৃহহীনকে ঘরবাড়ি করে দেওরা এবং ভূমিহীনকে খাসজমি প্রদানে জাতির পিতার 'গুজ্ঞাম' প্রকল্পের উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, 'তিনি (বঙ্গবন্ধু) নিজে নোয়াখালী যান (এখন লক্ষ্মীপুর তখন সেটা মহকুমা ছিল) এবং সেখানেই গুজ্ঞাম প্রকল্পের ভিত্তি রচনা করেন। তার ক্ষমিশ্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ওপরই এ দায়িত্ব ছিল এবং তিনি সেখানে ঘর তৈরি করে দিয়ে আসেন।' বত্তামান সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশবাগী কমিউনিটি উলিক প্রক্রে তোলাও জাতির পিতার চিদ্ধার ফসল উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নে তিনি ১০ শয্যার হাসপাতাল করে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তার চিত্রা ছিল চিকিৎসাসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেবেন।' শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু সে সময়ই প্রাথমিক শিক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগও নিয়েছিলেন। পাশাপাশি কমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার জন্য প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করে জেলা গভর্নর নিযুক্ত করে দেন।' তিনি বলেন, 'জাতির পিতার হত্যাকান্ডের পর আবারও দেশের দুঃখী মানুষ দুঃখীই থেকে গেছে। তাদের প্রতি কেউ ফিরেও তাকায়নি। কেননা পরবর্তী সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু এবং নিজেদের আপের পোছাবার জন্য ব্যবহার করেছে।' শেখ হাসিনা বলেন, বারবার অবৈধভাবে সরকারে আসা গোষ্ঠীর সঙ্গে দেশের একটি সুবিধাবাদী শ্রেণি হাত মিলিয়ে নিজেদের ভাগোনুয়ন করলেও দেশের আপামর জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। জাতির পিতার 'শুচ্চ্ছ্যাম' প্রকল্পের অনুকরণে তার সূরকারের 'আশ্রয়ণ', 'ঘরে ফেরা' এবং 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচি বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ঢাকার বস্তিবাসী যদি নিজ গ্রামে ফিরে যায় তাহলে তাদের সরকারের টাকায় ঘর করে দেওয়া, খাবারের ব্যবস্থা এবং টাকাপয়সা দেওয়ার বাবস্কা নেওয়া হয়। কারণ প্রত্যেকে যেন নিজে কিছ করে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, কারও কাছে যেন হাত পাততে না হয়। তিনি বলেন, 'যদিও করোনাভাইরাসের কারণে অনেক কাজ ধমকে গেছে। কিন্তু আমরা বসে নেই। এ করোনাভাইরাসের মধ্যেও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পৌছে দিচ্ছি।' তিনি তার সরকার নির্বাচনে ভোট প্রদান করায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ আমাদেরকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে। তার পর থেকে জনগণের সেবা করে আমরা অন্তত এটুকু বলতে পারি বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলতে পারে- সে সন্মানটা আমরা অর্জন করেছি।



ভোরেরপাত







প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন

• ফোকাস বাংলা

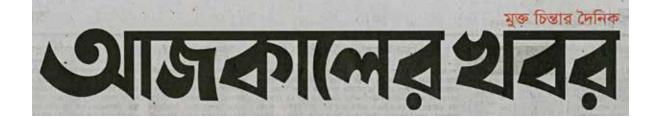
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য চিরতরে দুর করব : প্রধানমন্ত্রী

নিজন্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিন্ত্র্য বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিভবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, সকলের সন্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। তিনি বলেন, 'তথু নিজে ভাল থাকবেং সুন্দর ও আরাম আয়েশে থাকবো। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ কষ্টে থাকবে, এটাতো মানবতা না, এটাতো হয় না। কাজেই সকলে মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোন দরিত্র থাকবেনা।' শেখ হাসিনা গতকাল শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কধা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেনের মাধ্যমে বন্ধবন্ধু অন্তর্জাতিক সম্মেলনু কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা অর্জন 🔑 এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

সন্মিলিত প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য

(ক্ষম পুনির পর), ওরেমেন। কামেই বিরহা লাভি রিমানেই বিরহা আন্যা মার্যা কর কামের। বির্বাহন করি কামের। বির্বাহন করে কামের। বির্ব



দুস্থদের সহায়তায় এগিয়ে আসুন

—— প্রধানমন্ত্রী

নিজন্ব প্রতিবেদক

তথু নিজে আরাম-আয়েশে থাকার চিন্তাটা বাদ দিয়ে সমাজের দৃস্থ মানুষের 'সহায়তায় এগিয়ে আসতে বিভবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের উন্নয়নে সবাই সমিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্যা থাকবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি।

গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিভিও কনফারেপে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

সরকারের ৮০ জন সিনিয়র
সচিব/সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব
অর্থায়নে ১৬০টি পৃহহীন, ভূমিহীন
পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করেন। এ
অনুষ্ঠান থেকে সচিবদের নির্মিত ঘরের
চাবি দৃষ্থ পরিবারের কাছে হস্তাস্তর
করা হয়। সচিবদের গৃহনির্মাণ কাজের
প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
বলেন, বিত্তশালীরা এভাবে তার নিজ
নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই যদি অন্তত

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দুস্থদের সহায়তায় এগিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকাঁয়; ঘর নাই তো ঘর করে দিল, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিল, তাদের সহযোগিতা করলো।

শেষ হাসিনা রলেন, তথু নিজে ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকবো, নিজে আরাম আরোশে থাকবো আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ ভারা কটে থাকবে- এটা তো মানবতা না, এটা তো হয় না।

বিশুবানদের নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকের কাছে আমার এটা অনুরোধ থাকবে, আপনারা যার যার নিজ নিজ স্কুলে যেখানে পড়াশোনা করেছেন সেই স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। আপনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেন সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে এ দেশে দারিদ্র্য থাকবে না।

জাতির পিতার পদান্ধ অনুসরণ করে সরকার দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কাজ করে যাচেছ মন্তব্য করে শেখ হাসিনা জাতির পিতাকে উদ্বৃত করে বলেন, জাতির পিতা বলেছেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। এই হুছেই আমার স্বপ্ন।

দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের কথা আবারো উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি যদি একট্ কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম সেই চিন্তা আমি কখনো করি না। আমার চিন্তা একটাই কতটুকু আমি মানুষের জন্য করতে পারলাম, দেশের মানুষের জন্য করতে পারলাম, আপনাদের জন্য করতে পারলাম।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র জানায়, ভ্মি নেই, জমি নেই এবং ভূমি আছে জমি নেই- এই দুই ক্যাটাগরিতে দেশে সর্বমোট আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি গৃহহীন পরিবার রয়েছে। ১৮ হাজার ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার সবাইকে ঘর নির্মাণ করে দেবে। ১৯৯৭ সালের অসহায় ও দুস্থ গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার প্রকল্প ভক্ত করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গৃহ নির্মাণ কর্মসূচিতে আবারও গতি আসে। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ৩ লাখ ১৯ হাজার ১৪০টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে পুনর্বাসন করা হয়েছে।



প্রধানমন্ত্রী শেব হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেপিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উরোধন করেন @ পিআইডি

সাম্মালতভাবে কাজ করলে দারিদ্য থাকবে না : প্রধানমন্ত্রী

আলোকিত ডেম্ব

দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিশুবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্য থাকবে না। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন। খবর বিভিনিউজের। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

১ম পৃষ্ঠার পর
অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জার্ড ও সচিব নিজ নিজ এলাজার নিজপ অর্থায়নে
১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি বজান্তর
করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বারা আমানের বিভাগনী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ
এলাজায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর দাই তে ঘর করে নিল, তাদের
কিছু করের বাবস্থা করে নিল, তাদের সহযোগিতা করেল। তথু নিজে ভালো থাকব,
নিজে সুন্ধর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুহ, আ্রার এলাকার মানুষ তারা কটে থাকরে, এটা তো মানবতা না।' সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে ন্তিনি বলেন, 'আপনারা ফোব স্কুলে প্রত্যোগা করেছেন, সেমব ক্রণক্রোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই থালে জন্মহণ করেছেন সেই থাখে যেই করটা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। স্বাই মিলে সন্মিলিত কাজ কর্তা পরে এফেশে মানুশকে পাবেন, সহযোগতা কবেন। সবাহ মালে সাম্বালত কাল কবলে পরে একেল দাবিপ্র থাকবে না। মুলিকবর্ধে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহান ভাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাজবায়নে এডিয়ে আগাস সভিবদের ধনানান জানান শেষ হাসিনা। তিনি বলেন, 'জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এ কথাই বলেছিলেন যে, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা— এ প্রামের মানুশগুলোই তো। মাখার ধাম পায়ে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তানেক জনা আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল সুক্রী মানুশের মূলে হাসি ফোটানো। আজকে ক্রী একটা ছব পালের প্রেটি মানুশ্বর প্রথম হাসি কোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যথন হাসি কোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সর থেকে বড় পাওয়া।

জন্মপা আদে, আনার বাদে হয় আচর পর হেকে বড় সাওয়। পুলিশ সদস্থা জনতার পুলিশে পরিণত হবে : এর আগে ৩০ অট্টোবর প্রধানমন্ত্রী পৌশ হাকিলা প্রভাগে বড়ক করেছেন যে, মুজিনবর্যে পুলিশ সদস্যরা জনতার পুলিশে পরিণত হবে। ৩১ অট্টোবর কৈটিটি পুলিশিং নিবস উপলক্ষে ৩০ অট্টোবর দেওয়া এক বার্ণীতে তিনি বলেন, 'আমি আশা করি, মুজিববর্ষে নতুন "পুরা ও আনর্থে উনীত্ত হতে পুলিশ সদস্যরা জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে নিয়ে সর্বকালের সর্বপ্রেষ্ঠ হতে পুলিশ সদস্যরা জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে নিয়ে সর্বকালের সর্বপ্রেষ্ঠ রাছালি, জাতির পিতা বস্ববন্ধ শেষ মুক্তিবুর রহমানের জনভাব পুলিশে পরিণত হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অভ্যন্তরীপ নিরাশ্রা বিবান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষার দারিত্বে নিয়োজিত অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিব। বাংশাদেশ পুলিশ দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিনিয়ত তালের ওপর অর্পিত মায়িত

একনিষ্ঠভাবে ও সাহসিকতার সঙ্গে পালন করছে।

জনগণ ও পুলিশের পারস্পরিক আছা, সমকোতা ও প্রছা- কমিউনিটি পুলিশিবরের মৃদ্ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আধুনিক কমিউনিটি পুলিশিহ বাবছাপনায় জনগণের সাথে প্রাণবস্ক সম্পর্ক ছাপনের আধুমে অংশীদারিত্বে তিরিতে অপরাধ দ্যন, আইনশৃজ্ঞদা রক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদির উৎস উদ্যাটনপূর্বক তা সমাধান ও অপরাধ ভীতি ব্লাস করে মানুষের মধ্যে নিরাপন্তানোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ভার্যক্রম পরিচালিত क्टक

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশব্যাপী কমিউনিটি পুলিশিংরের কার্যক্রম ওল্ল হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে ৬০ হাজার ৯১৮টি কমিটির মাধ্যমে ১১ শাখ ১৭ হাজার ৮০ জন কমিউনিটি পুলিশিং সদস্য পুলিশের সঙ্গে একযোগে অংশীদারিকের ভিত্তিতে লাজ করে অপরাধ নিয়ন্ত্রপ ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে উল্লেখ্যে সাঞ্চল্য অর্জন করেছে। ানাপ্তবাধ ও বাবকু সামাজক সমস্যা সমাধানে অক্সযোগ্য স্থান্থল কলে করেছে।
শেষ হাসিনা বলেন, "ইতোমধ্যে, বাংলাদেশে রেলওয়ে, ইভাস্থিয়াল এবং হাইওয়ে
পূজিশেও কমিউনিটি পূজিশিং কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে অগরাধ দমনে আরও একথাপ এগিয়ে পেছে বাংলাদেশ পূজিশ। আগমীতেও নারী নির্দাতন, অসিবাদ ও সন্ত্রাস দমনের পাশাপাশি সুইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জনস্কতেকতা বৃত্তিতে কমিউনিটি পুলিশিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্য থাকবে না

স্টাফ বিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্রা বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিভবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাড়ানোর আবোন জানিয়ে বলেছেন, সকলের সন্মিলিত প্রচেটাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্রা দূর করতে পারে। দেশের উন্নয়নে সবাই সন্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্রা থাকবে না। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে ভিডিও

কনফারেপিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন।

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন সিনিয়র ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের সমাজে বিত্তশালী রয়েছেন, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকান; ঘর না থাকলে ঘর করে দেন, তাদের কিছু কাজের ব্যবস্থা



করে দেন, তাদেরকে সহযোগিতা করলে তাতে সবাই উপকৃত হয়। তথু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কটে থাকবে, এটা তো মানবতা নয়।

সবাইকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা যেসব কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব কুলঙলোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সম্মিলিত কাজ করলে পরে এনেশে দারিদ্রা থাক্ষে না। মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থ কিবে না, সরকারের সেই ঘোষণা পুঃ ৫ কঃ ৪



ভিভিও কনফারে**পে উপহার দেয়ার সময় শেখ হাসিনার** করতালি। গতকাল গণভবনে —**ফোকাস বাংলা**



সম্মিলিতভাবে কাজ করলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা? এই গ্রামের মানুষগুলোই তো । মাথার ঘাম পায়ে ফেল্ফেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে । তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন । জাতির পি রার জীবনের মূল লক্ষাই ছিল দুঃখী মানুষের মূখে হাসি ফোটানো । আজকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই দুঃখী মানুষের মূখে যখন হাসি ফোটে। তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।

জাতির পিতা বঙ্গবদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের পদান্ধ অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংগাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। কী পেলাম,

না পেলাম, সেই চিন্তা আমি কখনও করি না।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরেন প্রবাদমনী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর অনৈ-ভাবে ক্ষয়তা দখল করে জিয়াউর রহম্মান খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাদে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদূত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাতে তুলে দিয়েছে, গুটপাট করেছে তাদেরকেই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরকেই ক্ষয়তায়

জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে বাংলাদেশের হাটার কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শখ হাসিনা বলেন, পরবর্তীতে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মানুষের কল্যাণে কাজ তরু করলে

বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে তরু করে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নেই এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নেই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার। যাদের

১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ঘর তৈরি করে দেয়া হবে।
২০২০-২১ অর্থ বছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে
দেয়া হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা
এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/বাক্তি উদ্যোগে নিজন্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২শ
২২টি গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২ হাজার
৮৩২ জন, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ২ হাজার ৫৬২টি এবং বেসরকারি
প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে ৮২৮টি।





'মুজিববর্ষে গৃহহীনদের জন্য সচিবদের গৃহ উপহার' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিআইভি

সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দারিদ্র্য দূর করতে পারে

— প্রধানমন্ত্রী

যুণান্তর রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্রা বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিভ্রবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সবার সদ্দিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দারিদ্রা দূর করতে পারে। 'ওধু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম-আয়েশে থাকব। আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ করে থাকবে, এটা তো মানবতা নয়। শনিবার সকালে 'মুজিববর্ষে পৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবদের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। পণভবন থেকে ভিডিও কনফারেপের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের (বিআইসিসি) অনুষ্ঠানে ভার্চয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সচিবদের এ গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। মুজিববর্ষে দেশের সব গৃহধীনকে वृत्रा ५० : क्लाम ७



সিমিলিত প্রচেষ্টাই দারিদ্র্য দূর করতে পারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ষর করে দেয়ার সরকারের কর্মস্চিতে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৮০ সচিব নিজ নিজ এলাকায় গৃহহীনদের ১৬০টি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারকাইসলাম। গণতবন প্রাপ্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড, আহমদ কায়কাউস। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড, আহমদ কায়কাউস। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা মানুষের জন্য কিছু করার চিন্তাবনা থেকে দেশপ্রেমে উছুদ্ধ হয়ে মানুষগুলোর পাশে দাছিয়েছেন। তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাই করে দিয়েছেন। একটা ঘর করে দিয়েছেন, একটা মহৎ কাজ আপনারা করেছেন। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে মানুষজন আপনাদের প্রদান্ত অনুষ্ঠান করকে এবং মানুষ্কের প্রদান বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুধা ও দারিদ্রা মুক্ত উয়তেনমুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে। জাতির পিতার হয় আমরা পুরশ করব, 'যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ খুব সাহসী। তাদের নিয়ে যুদ্ধ করেই জাতির পিতা দেশের ষাধীনতা অর্জন করেছেন। কাজেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই বিশ্বে আমরা মাথা উঁচু করে চলব। সে সময় বিশ্বে অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনী খুব গর্ব করত, তাদের কে হারাবে। কিন্তু বাঙালি তাদের হারিয়ে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'পেশাজীবী বা ব্যবসায়ী বা যে যেখানেই আছেন প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যে যে ভূলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মেছেন তার উময়নে যেন সহযোগিতা করেন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ
মূজিবের জন্মশতবার্ধিনী এবং এ মূজিববর্ধে (২০২০ সালের
১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ) আমাদের ঘোষণা
বাংলাদেশে আর একটি মানুষও গৃহহীন থাকবেন না,
ভূমিহীন থাকবেন না। তিনি বলেন, তার সরকারের এ
কর্মসূচি বাঙ্গবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া
হলেও আজকে নিজ নিজ এলাকার দরিত্র অসহায় মানুষকে
ঘর তৈরি করে দেয়ার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এ
উদ্যোপে শরিক হয়েছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায়
দূটি করে ঘর করে দিয়েছেন। আজকে এ ঘর পাত্রয়ার পর
দুঃখী মানুষের মনে যে আনন্দটা আসবে, আমি মনে করি
এটাই সব থেকে বড় পাত্রয়া।

'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো', উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধ ব্যক্তি জীবনে অনেক কিছু করতে পারতেন। তারপরেও দুঃখী মানুষের কথা ভেবেই তিনি সে পথ বেছে নেননি। বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তিনি (জাতির পিতা) ছেটিবেলা থেকেই নিজ চোখে দেখেছেন। যে কারণে তার সব সময় একটা উদ্যোগই ছিল মানুষের জন্য কিছু করার।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা নিজের জীবন উৎসর্গ করে জেল, জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনিই আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়ে আত্মপরিচয়ের সুযোগ করে দিয়ে গেছেন।' 'জাতির পিতা আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি বা পিছপা হননি, সব সময় ন্যায্য কথা বলৈছেন, ন্যায্যভাবে চলেছেন এবং এ দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। একটি ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'জাতির পিতা বলেছিলেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আপ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে— এহচ্ছে আমার স্বপ্ন।'

যুদ্ধবিধনত দেশ পুনর্গঠনকালে গৃহহীনকে ঘর-বাড়ি করে দেয়া এবং ভূমিহীনকে খাসজমি প্রদানে জাতির পিতার 'গুছহাম' প্রকরের উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, 'তিনি (বঙ্গবন্ধু) নিজে নোয়াখালী গেছেন (এখন লক্ষ্মীপুর তখন সেটা মহকুমা ছিল) এবং সেখানেই গুজহাম প্রকরের ভিত্তি রচনা করেন। তার কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ওপরই এ দায়িত ছিল এবং তিনি সেখানে ঘর তৈরি করে দিয়ে আসেন।' জাতির পিতার 'গুছহাম' প্রকরের অনুকরণে তার সরকারের আগ্রহাল' এবং ছারে ফেরা' এবং 'আমার বাড়ি আমার খামার' কর্মসূচি বাজবায়নের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'থাকার বাজবামী খদি নিজ প্রান্থে ক্লিরে যান তাহলে তাদের সরকারের টাকায় ঘর করে দেয়া, খাবারের বাবস্থা এবং টাকা-প্রসা দেয়ার বাবস্থা নেয়া হয়। বারপ প্রত্যেকে যেন নিজে কিছু করে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারেন, কারও কাছে যেন হাত পাততে না হয়।'

বর্তমান সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলাও জাতির 'পিতার চিন্তার ফসল', উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, 'প্রতিটি ইউনিয়নে তিনি ১০ শ্যার হাসপাতাল করে দেয়ার উদ্যোগ নেন। তার চিন্তা ছিল চিক্তসা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে

দেবেন

শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু সে সময়ই প্রাথমিক শিক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেন এবং সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগও নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য প্রত্যেকটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করে জেলা গভর্মর নিযুক্ত করেন।'

'৭৫-এ জাতির পিতাকে নির্মান্তাবে হত্যার পর সাবেক সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের অবৈধ ক্ষমতা দখল এবং দেশে সেনাশাসনের সূচনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের পর দেশের দুঃখী মানুষ দুঃখীই থেকে গেছেন। তাদের প্রতি কেউ ফিরেও তাকায়নি। কেননা পরের সরকারগুলো ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু এবং নিজেদের আখের গোছানোর জন্য ব্যবহার করেছে।' ফলে দেশের আপামর জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

শেষ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা হত্যাকান্তের পর ৬ বছর বিদেশে রিফিউজি হিসেবে থাকতে বাধ্য হয়ে '৮১ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে তিনি জোর করে দেশে ফিরে আসেন। এ সময় তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল যুরে গুধু হাতিচ-কছালসার মানুষ দেখেছেন। তিনি সরকারে গেলে তাদের ভাগোরানে কাজ করবেন, তথনই শপথ নেন।

থামীপ জনগণকে অর্থিক সচ্ছলতা এনে দেয়া' তার দল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের লক্ষ্য উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের লক্ষ্য উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এজন্য রাাপকভাবে রাভাষাট নির্মাণসহ প্রত্যেক ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়ার বাবস্থা নির্মাছ। মূজিববর্ধে দেশের প্রত্যেকটি ঘর যেন আলোকিত হয় সে ব্যবস্থা নিয়েছি।' তিনি এ সময় আধৃনিক পছতিতে চাযাবাদ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের উদ্যোগ এবং সারা দেশে একপ' বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় তার সরকারের উদ্যোগগুলোর উল্লেখ করেন। দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রাখার ওপর গুরুত্বরোপ করেন। তিনি বলেন, 'যদিও করোনাভাইরাসের কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে কিন্তু আমরা বলে নেই। এ করোনাভাইরাসের মধ্যেও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পৌছে দিছি।'





প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহহীন মানুষকে গৃহ উপহার অনুষ্ঠানের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করছেন 🗷 পিআইডি

সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে দারিদ্য থাকবে না : প্রধানমন্ত্রী

@ राप्रप्र

প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনা দাবিদ্যা বিমোচনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিত্তবানদের সাধারণ জনগণের পাশে দাড়ানোর আহবান পূনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই দেশ থেকে চিরতরে দাবিদ্যা দূর করতে পারে। তিনি বলেন, 'তথু নিজে ভালো থাকব, সুন্দর ও আরাম আরেশে থাকব আর আমার দেশের মানুষ, এলাকার মানুষ করে থাকবে, এটাতো মানবতা না, এটাতো হয় না। সবাই মিলে চেষ্টা করলে দেশে আর কোনো দাবিদ্যা থাকবে না।'

শেখ হাসিনা গতকাল সকালে 'মুজিববর্ষে গৃহন্তীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। গণতবন থেকে ভিডিও কনফারেন্দের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চয়ালি অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারক ইসলাম অনুষ্ঠানে বস্তুতা করেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস গণভবন প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'পেশাঞ্জীবী বলেন বা ব্যবসায়ী বলেন বা যে যেখানেই আছেন, প্রত্যেকের কাছেই আমার অনুরোধ থাকবে, যে যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং যে গ্রামে জন্মেছেন তার উন্নয়নে যেন সহযোগিতা করেন।' করেনার মধ্যে তার সরকারের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সাহায্য পৌছে দেয়ার প্রচেষ্টা উল্লেখ করে সরকার প্রধান আরো বলেন, 'যারা বিস্তশালী তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই দুস্থদের দিকে যেন ফিরে তাকান। পৃহহীনকে ঘর করে দেন বা তাদের কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন।' তিনি সচিবগণের এই গৃহহীন প্রকল্প গ্রহণকে একটি মহৎ উদ্যোগ আখ্যায়িত করে এ জন্য

২ য় পৃ: ৭-এর কলামে

সবাই মিলে চেষ্টা করলে

১ম পৃষ্ঠার পর

১শ পৃত্যার পর সবাইক ধনাবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সাল বছবন্তু পেখ মুজিবের জন্মণতবার্থিকী এবং এই মুজিববর্থে (২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ) আমানের ঘোষণা বাংলানেশে আর একটি মানুষ্থও গুরুহীন থাকরে না, ছুমিহীন থাকরে না। তিনি বলেন, তার সরকারের এই কর্মসূচি বাঙ্করানে সরকারের পদ্ধ থেকে উদ্যোগ নো। হলেও আককে নিজ নিজ এলাকারে দারিলা অসমহার মানুষ্যক ঘর তৈরি করে দোনার মাধ্যমে সচিবরাও সরকারি এই উদ্যোগেশবিক হয়েছেন এবং প্রত্যেক নিজ নিজ এলাকার দু টি করে ঘর করে নিজেইন।

নাবক হাজেৰে এবং আজেকে নাজ ক্ষালালক বুল কাৰ্ডন কৰে লাবলৈ লাবজেন।
অনুষ্ঠানে সকলোঁ কৰ্মকৰ্তমনে উচ্চেশে কৰবন্দুৰ কৰা অংশ লাবজানতে কথা উল্লেখ
করে জনমধ্যে ট্রান্তের টাকায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রান্তির বিষয়টি শরকা
করিয়ে সিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের জনমন্ত্রের জন্য জনা কিছু করার জনা ভারে আহবান পুনর্ভাত
করেন। 'এই এ বসকলুকে নির্মাজ্যের হজার পর সাবেক সেনাশাসক জিল্লাউর রহমানের
করেন ক্ষান্ত্র বাংলাক এবং দেশে সেনাশাসনের সুচনার অসক টেলে তিনি বলেন। 'জাতির
শিতার হতাকাকো পর আবারো দেশের দুশ্বী মানুন দুর্গীই থেকে গেখেন। জালেরপ্রতি কেই
নিয়েও জাকায়নি। কেনানা পরবর্তী সরকার্যতাপ শ্রমান্ত দুর্গীই থেকে গেখেন। জালেরপ্রতি কেই
নিয়েও জাকায়নি। কেনানা পরবর্তী সরকার্যতাপ শ্রমান্ত করিবে লোগের বন্ধ এবং নিজেদের
আসের গোছাবার জন্ম বাবহার করেছে। 'তিনি বাহেন, বাবহার অবৈদ্যাবে সরকারে আসা
জনগোন্তীর সাথে দেশের একটি সুবৈধারানি প্রেশী হাত মিলিয়ে নিজেদের তাগোন্তারন
করাজাও দেশের জনগোন্তর তাগোর কোনো পরিবর্তন হয়নি।
শেষ হাসিনা বাহনে, ১৫ আগান্ট হত্তাভাক্তের পর ছল বছর বিদেশে নিমুখনি হিমেবে
থাবারে বাধ্য হয়ে ১১ সালে আভ্যামী পীল সভাপতি হিমেবে বিনি, জারর করে কলে শ্রমিক

শেখ হাসিনা বলেন, ১৫ আগন্ট হত্তাকান্তের পর হয় বছন বিদেশে নিতৃষীক্ষ হিসেবে থাকতে বাধা হয়ে ১১ সালে আন্তর্মামী দীশ সভাপতি হিসেবে তিনি কোর করে দেশে ফিরে আসেন এবং এ সময় তিনি দেশের প্রত্যুত্ত অঞ্চল যুবে কেবল হাতিছ-ক্ষালসার মানুষ দেশেছেন। তিনি করের করেরে গেলে তালের তাপোল্লায়েনে কান্ত্র করেবন, তুনাই লগও নেন। তিনি করের নির্বাচনে তোটি প্রদান করায় ভানগণের প্রতি কৃত্তাতা পুনর্বাচন করে বংগল, লালাদেশের মানুষ আমাদের লৌকা মার্কার তেনি নিরো সংযুক্ত করেছে। তালপর থেকে অনগণের দেবা করে আমরা অন্তত এটুকু কলতে পারি - বাংলাদেশ আন্ত বিশে মাথা উচ্চ করে চলতে পারেন দেবা করে আমরা অন্তত এটুকু কলতে পারি - বাংলাদেশ আন্ত বিশে মাথা উচ্চ করে চলতে পারেন দেবা করে আমরা অন্তত এটুকু কলতে পারি - বাংলাদেশ

মুজিব বর্ষে গৃহহীনদের উপহার' ভার্টুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করব

🥯 বিত্তবানদের দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান 🥥 দেশজুড়ে ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে



কেএম নাহিদ: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক ইঞ্চি জমিও ফেলে না রাখতে সকলকে আহ্বান জানিরে আরও বলেন সবার সাথে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্রা বিমোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শানবার 'মুজিব বর্বে গৃহহীন মানুষদের ঘর উপহার' শার্ষক এক অনুষ্ঠানে ভার্নুমালি বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমরা সবাই যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি তবে দেশে কোনো দারিদ্যু থাকবে না।

বঙ্গবন্ধ আন্তর্জাতিক সন্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) গৃহহীন মানুষদের মধ্যে ১৬০টি ঘর হন্তান্তরের এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যে দারিদ্রোর হার উল্লেখযোগ্যভাবে ব্রাস করেছে এবং আরও ব্রাস করতে চায়। বিভবানদের নিজ এলাকার দুস্থ-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সম্মিলিতভাবে সবাই কাজ করলে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সন্তান হিসেবে বাবার সাথে দেখা হতো কারাগারে। খুব অব্র সময়ে আমরা তাকে কাছে পেয়েছিলাম। বাবার স্তেহ ভালবাসা খুব অব্লই আমরা পেয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এক ব্রিটিশ সাংবাদিককে বাবা (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান) বলেছেন, তিনি বাংলার মানুষকে বেশি ভালবেসেছেন। এ দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভালবাসা পেয়েছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো প্রণের জন্য তিনি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে দারিদ্রামুক্ত ঘোষণা করার প্রতিশ্রুক্তি দিয়েছিলাম, তবে করোনাভাইরাসের কারণে এটি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে, বলেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষ অত্যন্ত সাহসী

এবং তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে।

তিনি বলেন, আমরা বিজয়ী জাতি এবং বিজয়ী হয়েই বিশ্ব অঙ্গনে চলব। আমরা এই সন্মান অর্জন করেছি। প্রধানমন্ত্রী বিত্তবান লোকদের নিজ নিজ এলাকায় সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানান। এর মাধ্যমে সেই অঞ্চলের লোকেরা আরও উন্নত জীবন লাভ করতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ধে গৃহহীন মানুষদের বাড়িষর সরবরাহের জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। আমরা মুজিব বর্ধে দেশের প্রতিটি বাড়ি আলোকিত করার উদ্যোগ নেব, আমরা সে দিকে পরিকল্পনা নিয়েছি এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা কাজও করচি।

দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে সরকার এখন সকলের পৃষ্টি নিশ্চিতের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিছে এবং মাছ, মাংস, দৃধ, ডিম ও অন্যান্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি এক ইঞ্চি জমিও ফেলে না রাখতে সকলকে

তিনি এক ইঞ্চি জমিও ফেলে না রাখতে সকলকে আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে সরকার কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশজুড়ে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। 'আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নিয়েছি।'

তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারপে জনকল্যাপে সরকারের নেয়া অনেক উদ্যোগ স্থণিত রয়েছে। তবে সরকার কাজ করছে, গ্রামীণ অঞ্চলে আর্থিক সহায়তা থাতে পৌছতে পারে তা নিশ্চিত করার দক্ষ্যে কাজ করছে।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুবের জন্য কাজ করা তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, কারণ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি তার এরপর পৃষ্ঠা ২, সারি ৪

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) জীবনের সব কিছু হারিয়েছেন। এই দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে সেটা হবে আমার জীবনের সাফল্য। আমি কখনোই ভাবিনি যে আমি কী অর্জন করেছি বা পাইনি। দেশের মানুষকে আমি কি দিতে পারলাম সেটাই আমার কাছে আসল, বলেন তিনি। সূত্র: বাসস, টিবিএস, সময়টিভি, ইউএনবি।



সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্র্য থাকবে না

—প্রধানমন্ত্রী

শেয়ার বিজ ডেস্ক

দুছ মানুষের সহায়তায় বিভবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের উন্নয়নে সবাই সন্মিলিতভাবে কাজ করলে দারিদ্রা থাকবে না। গতকাল গণভবন থেকে ভিভিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন।

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জ্যেষ্ঠ সচিব ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৬০টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। সূত্র : বিভি নিউজ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যারা আমাদের বিস্তশালী, তারা যদি এভাবে তার নিজ নিজ এলাকায় কিছু দৃস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়—ঘর নেই তো ঘর করে নিল, তাদের কিছু কাজের বাবস্থা করে দিল, তাদেরকে সহযোগিতা করল। ওধু নিজে ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কট্টে থাকবে—এটা তো মানবতা নয়।'

সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা যেসব স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলের উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই গ্রামে যেই কয়টা মানুষকে পারেন, সহযোগিতা করেন।

সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে এদেশে দারিত্রা থাকবে না। '
মুজিববর্ধে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবাহানে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এই কথাই বলেছিলেন যে, আপনারা আজকে যা কিছু পান, তার মূলে কারা এই—গ্রামের মানুষগুলোই তা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো তারা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষাই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটোনো। আজকে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড় পাওয়া।'

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সম্মিলিতভাবে কাজ

শেষ পৃষ্ঠার পর

জাতির পিতা বসবস্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদান্ত অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'আমি যদি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের সার্থকতা। কী পেলাম, না পেলাম—সেই চিন্তা আমি কখনও করি না।'

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামমুখর জীবন তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার পর নিজের নির্বাসিত জীবনের কথা তুলে ধরেন মেয়ে শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'জাতির পিতাকে হত্যা করার অবৈধভাবে ক্ষমতা দথল করে জিয়াউর রহমান খুনিদের বিভিন্ন দৃতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল, রাষ্ট্রদৃত করেছিল। আর যারা যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, মা-বোনদেরকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে—তাদেরই মন্ত্রী বানিয়েছে, তাদেরই ক্ষমতায় বসিয়েছে।

জাতির পিতাকে হত্যার পর
মুক্তিযুক্তের চেতনার বিপরীতে
বাংলাদেশের হাঁটার কথাও বলেন
আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শথ হাসিনা। তিনি বলেন, 'পরবর্তীকালে
দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ
সরকার গঠন করে মানুষের
কল্যাণে কাজ তরু করলে বাঙালি
ভাতি বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে

চলতে গুরু করে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নেই এমন দুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নেই এমন পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমেটি আটি লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার, ঘাদের ১৮ হাজার কোটি টাকা বায়ে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এক হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে।

বছে।

জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন

মন্ত্রপালয়/দণ্ডর, সরকারি প্রতিষ্ঠান
ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি
প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি নিজন্ম অর্থায়নে

সর্বমেটি ছয় হাজার ২২২টি গৃহ

নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।
এর মধ্যে জনপ্রতিনিধি দুই হাজার
৮৩২, মন্ত্রপালয় ও সরকারি
প্রতিষ্ঠান দুই হাজার ৫৬২টি এবং
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি
উদ্যোগে ৮২৮টি।





্যেসব স্থান পড়াশোনা করেছেন, দেসব স্থাপগুলোর উন্নয়নের জন্ম একট আজ করেন। মুজিবদরর বাংলাদেশের একটি মানুষও পৃথবীন থাকবে না, সুকরারের সেই খোলাশা বাঙ্গুরারের এগিয়ে আসায় সাটবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা।
(৬) তিনি বাসেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারনের এই কথাই বালেছিলেন যে আপানরা আজাকে আ ছিল পান, তার মূলে কারা এই গ্রামের মানুষবগুলোই তো: আজাকে এই একটা ঘর পাবার পর সেই গুনখী মানুষের মুখে যখন হাসি কোটে, তানত তার যে আশাল আসে, আমার মান হয় এটিই সব খেকে বন্ধু লাওয়া। আমা মনি একটু কিছু করে যেতে পারি মানুষের জন্য, এটাই আমার জীবনের স্বার্থকতা। বট পেলাম, না পেলাম, সেই চিক্কা আমি কখনও করি না। সম্পাদনা: ইকবাল খান

লত প্রচেষ্টা

নিজন্ব প্রতিবেদক =

গৃহ উপহার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানরা এগিয়ে এলে দেশে দারিদ্রা থাকবে না। যারা বিত্তশালী, তারা যদি নিজ নিজ এলাকায় কিছু দুস্থ পরিবারের দিকে ফিরে তাকায়, ঘর করে দেয়, কাজের ব্যবস্থা করে তাদের সহযোগিতা করে তাহলে দেশে দারিদ্য থাকবে না। দেশের উন্নয়নে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। গতকাল শনিবার 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবণণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা

বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ অনুষ্ঠানে সরকারের ৮০ জন জ্যেষ্ঠ ও সচিব নিজ নিজ এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে



শেখ হাসিনা

১৬০টি গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারের কাছে তাদের জন্য

নির্মিত ঘরের চাবি হস্তান্তর करतन। श्रधानमञ्जी वर्लन, ७५ निर्छ ভালো থাকব, নিজে সুন্দর থাকব, নিজে আরাম-আয়েশে থাকব, আর আমার দেশের মানুষ, আমার এলাকার মানুষ তারা কষ্টে থাকবে-এটা তো মানবতা নয়। সবার প্রতি অনুরোধ, আপনারা যেসব স্থুলে পড়াশোনা করেছেন, সেসব স্কুলের উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন। আপনি যে গ্রামে জনুগ্রহণ করেছেন সেই श्राप्त य कराजन मानुषदक भारतन, সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে সন্মিলিত কাজ করলে এ দেশে দারিদ্র্য থাকবে না।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা সরকারি অফিসারদের এ কথাই বলেছিলেন যে, পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ আপনারা আজকে যা কিছু পান,

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দারিদ্য দূর হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর তার মূলে এই গ্রামের মানুষগুলো। মাধার ঘাম পারে ফেলেই তো এরা অর্থ উপার্জন করে। তাদের জন্য আপনারা কিছু করেন। এ সময় মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সরকারের সেই ঘোষণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসায় সচিবদের ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদান্ত অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। শেথ হাসিনা বলৈন, 'জাতির পিতার জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আজকে এই একটা ঘর পাওয়ার পর সেই দুঃখী মানুষের মুখে যখন হাসি ফোটে, তখন তার যে আনন্দ আসে, আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বড পাওয়া।

তিনি বলেন, সরকার ইতোমধ্যে দারিদ্রোর হার উল্লেখযোগ্যভাবে ব্রাস করেছে এবং আরও ব্রাস করতে চায়। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে দারিদ্যমুক্ত ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তবে করোনাভাইরাসের কারণে এটি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষ অত্যন্ত সাহসী এবং তারা জাতির -পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। আমরা বিজয়ী জাতি এবং বিজয়ী হয়েই বিশ অঙ্গনে চলব। আমরা এ সম্মান অর্জন করেছি। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের সাঞ্চল্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেনু, সরকার এখন সবার পৃষ্টি নিশ্চিতের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও অন্যান্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি এক ইঞ্চি জমিও ফেলে না রাখতে সবাইকে আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সরকার কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশজুড়ে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নিয়েছি। তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে জনকল্যাণে সরকারের নেওয়া অনেক উদ্যোগ স্থৃণিত রয়েছে। তবে সরকার কাজ করছে, গ্রামীণ অঞ্চলে আর্থিক সহায়তা যাতে পৌছতে পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। শেখ হাসিনা বলেন, দেশের মানুষের জন্য কাজ করা আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, কারণ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জীবনের সব কিছু হারিয়েছি। এই দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে সেটা হবে আমার জীবনের সাফল্য। আমি কখনই ভাবিনি যে, আমি কী অর্জন করেছি বা পাইনি। দেশের মানুষকে আমি কি দিতে পারলাম সেটাই আমার কাছে আসল।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘর নেই-এমন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি পরিবার এবং জমি আছে ঘর নেই এমন ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারসহ সর্বমোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করেছে সরকার। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকায় প্রায় ৬০ হাজার পরিবারকে ধর করে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দফতর, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে সর্বমোট ৬ হাজার ২২২টি গৃহনির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।





বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেশন কেন্দ্রে ভার্ট্যালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে 'মুজিববর্ষে গৃহহীন মানুষকে সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উল্লোখন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

করোনাকালে গ্রাম পর্যায়ের মানুষের কাছে আর্থিক সহায়তা পৌছে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি --প্রধানমন্ত্রী

স্টাঞ্চ রিপোর্টার: সকল শ্রেণি-পেশার বিত্তশালীদের নিজ নিজ এলাকার অসহায়-দুছ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আজান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বশেছেন, 'তথু নিজেরা ভালো থাকবো, নিজে সুন্দর থাকবো, নিজে আরাম আরেশে থাকবো- আর আমার দেশের মানুষ এলাকার মানুষ করেই থাকবে, এটা কো মানুহতা না।'

কটে থাকবে, এটা তো মানবতা না।'
গতকাল শনিবার সকালে 'মুজিববর্ধে গৃহহীন মানুষকে
সরকারের সচিবগণের গৃহ উপহার' কার্যক্রমের উন্নোধন
অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্পেলন কেন্দ্রে ভার্ত্তালি অনুষ্ঠানে যুক্ত
হন। গণভবন প্রান্তে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর
মুখ্য সচিব ভ: আহমদ কারকাউস। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক
সম্পেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে তভ্চেছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ

সচিব খলকার আনোয়ারুল ইসলাম। এছাড়া গৃহ পাওয়া তিনজন উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসহাক খান, হাকিম মোল্লা এবং নিশুম চাকমার সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রসঙ্গত, সরকারের ৮০ জন সিনিয়র সচিব ও সচিব নিজ্ঞ নিজ এলাকার নিজৰ অর্থায়নে ১৬০টি গৃরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। আজ ১৬০টি পরিবারের গৃরের চাবি বজ্ঞান্তর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বান্তবায়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'যদিও করোনাভাইরাসের কারণে অনেক কাজ থমকে গেছে। তারপরও আপনারা দেখেছেন, আমরা কিন্তু বদে নেই। এই করোনাভাইরাসের মথ্যেও আমরা একেবারে আম পর্যায়ের মানুষের কাছে আর্থিক (২-এর পৃষ্ঠার ২ কলাম)



পৌছে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি

(১-এর পুঃ ৮-এর কঃ পর) সহায়তা পৌছে দেহার চেষ্টাও করে যাছিং।

(১-এর প্র ৮-এর বছ পর)
সহারতা পৌছে দেয়ার ক্রেটার করে যাছিছ।
আমি মনে করি বারা জমানের বিবাশালা তারা যদি একটু যার নিজ নিজ
লাকারা প্রত্যেকেই যদি অন্তত কিছু দুহু পরিবরের দিকে থিরে তাকায়।
কাউকে একটা ঘর করে নিলে, তাদের কিছু কাজের বাবছা করে দিশ। তালের
একটু সহযোগিতা কলা। তবু নিজে এল থাকরো। নিজে সুপর থাকর। নিজে
কারাম অরেদে থাকরে- আর জামার দেশের নার আরা আরা এলাকার মানুষ
তারা করে থাকরে, এটা তো মানবতা লা, এটা তো হয় লা।
তিনি আরও বলেন, 'পালাপালি যারা যে ছুলে পড়াপোনা করেছেল, জমি
সকলকেই কারো, চাকরিজীর বেশেন, বাবসারী বলেন বা যে যোবানেই আছেন,
রাজ্যেকে কাছে অনুরোধ থাকরে, আপানারা যার যার নিজ নিজ ভুলে
পড়াপোনা করেছেন, সেই ভুলতদোর উন্নয়নের জন্য একটু কাজ করেন বা
আপানি যে গ্রামে জনুরাহণ করেছেন, সেই প্রামে যে কয়টা মানুষকে পারেল,
সহযোগিতা করেন। সবাই মিলে স্থিলিত কাজ করণে পরে এদেশের লাইছা
যাববে না। করণ বাংলাদেশের মানুর জনেক সাহায়ী। জাতির পিতা তো এই
মানুর্যুগ্রামের নারারিত্ব সবচেয়ে পার্কিকর দেনাবাছিনী ছিল। তারা ছুর পর্ব
করত। তানের আবার কে হারাবে কিয় বাঙালিরা তো হারিরে দিরেছে
তানেরকে। বুছে আনরা বিজ্ব জবন করেছি নারেই চলার বিজমী জাতি।
বিজ্ঞী জাতি বিসাবেই আরা বিশ্ব দরবারে উচু করে চলবো।

মুজিবরের নিজাহ অর্থান্তনা গৃহহটাননের মন উপ্রভাবনা থেকে দেশেরেহে,
বিজ্ঞা আতি বিসাবেই আরার বিশ্ব দরবারে পিতিছে, তানের একটা মাথা
পোলার ঠাই করে দিয়েছে, একটা মর করে নিয়েছে, তানের একটা মাথা
পোলার ঠাই করে দিয়েছে, একটা মর করে নিয়েছে। এটা একটা মহৎ কাজ
আপানার করেহেন।

ভবিষ্যতেও এজাবে মানুরের পালে দাঁছিয়ায়েক সভ্যমনাল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী
বলেন, 'বালোদেশ বিশ্ব জ্যায়ক দারিদায়ক সভ্যমনাল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী
বলেন, 'বালোদেশা বিশ্ব জ্যায়ক দারিদায়ক সভ্যমনাল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী
বলেন, 'বালোদেশা বিশ্ব জ্যায়ক দারিদায়ক সভ্যমনাল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী
বলেন, 'বালোদেশা বিশ্ব জ্যায়ক দারিদায়ক সভ্যমনালী বালেন ভব্যমনাল করিকেন।

পোজার হাব করে চান্ত্রেছে, ক্ষণতা খব করে চান্ত্রেছে। অতা অকতা খবং কার আপানারা করেছেন।

ভবিষ্যতেও এজাবে যানুবের পাশে নাঁড়ানের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংশাদেশ বিশ্বে জ্বানুক, দারিদ্রায়ক সমৃত্যশালী সোনার বাংশাদেশ বিশাবে গড়ে উঠবে, জাতির শিভার প্র আমরা পুরণ করবো।

পূলিশ ববে জনতার : এনিকে মুজিববর্থে পূলিশ সদস্যরা জনতার পূলিশে পরিণত ববে বলে প্রত্যাশা বাক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী বলেন,

আমি আশা করি- মুজিবর্থে নতুন শুহা ও আদার্শ উমীন্ত হয়ে পুলিশ সমস্যথা অবংশাদের দোরগোড়ায় সেবা পৌছি দিয়ে সর্বকালের সর্বপ্রের বাঙালি,

ভাতির শিতা বহুবত্ব শেব মুজিবুর বহুমানের জনতার পূলিশে পরিণত ববে।

তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বিযান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রজার দায়িতে নিয়োজিত অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠা বংলাদেশ পূলিশ নেশ পূলিশ দেশ ও জাতির সেবার প্রতিনিয়ত তালের ওপর আর্থিত দায়িত্ব করিনিভাবে ও সাহাসিকতার সঙ্গে পালন করছে।

জনগণ ও পূলিশের পারশ্বরিক আছা, সমবোতা ও প্রভা কমিউনিটি পূলিশিং বের মুলকার উপের করে প্রতির অপরাধ করে মুলকার বিলমে করে প্রামান করে প্রথমিক করে সমায়ানির উপর করে অপরাধ বিতি প্রামান করে মানুবের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত বঙ্গেছ।

সন্ধান ও অসমত ভাত এল করে মানুবের মধ্যে নিরাপ্তাবোর সূচর করে। বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচছে। প্রথানায়ী বলেন, দেশবাণী কমিউনিটি পূলিকিছের কার্যক্রম ওক হওয়ার পাঁচবছরের মধ্যে ৬০ হাজার ১১৮টি কমিটির মাধ্যমে ১১ লাখ ১৭ হাজার ৮০ জন কমিউনিটি পুলিকিং সদস্য পুলিকের সঙ্গে একফোপে অংশীদারেত্বে ভিত্তিতে কাজ করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে

TRUE AND IMPARTIAL WWW.daily-sun.com

PM vows to wipe out poverty thru united efforts

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all, reports UNB.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

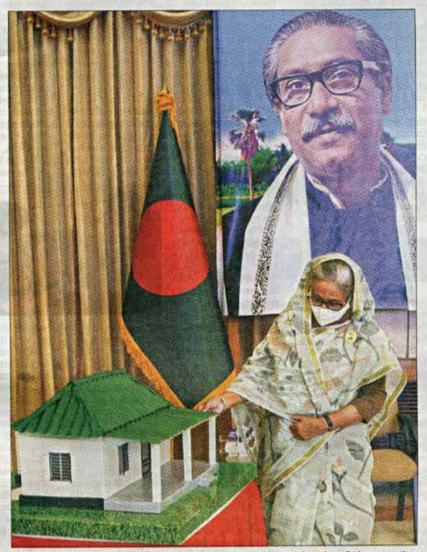
Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Page 11 Col 2



Prime Minister Shelkh Hasina looks at the replica of a house after virtually inaugurating a programme titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho' from her official residence at Ganabhaban on Saturday.

-PID PHOTO

TRUEAND IMPARTIAL OLD STATE OF THE STATE OF

PM vows to wipe

From Page 1

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life."Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others. She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of foodgrains.

She mentioned that the government has given special attention to the mechanisation of agriculture.

The Prime Minister said

that the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975. "It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.

dally observed the stand for people's right of the stand for p

PM vows to wipe out poverty thru united efforts

Hands over 160 houses among homeless people

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be tioned that the governcontinued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they tion of fish, meat, milk,

have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

We will take initiative illuminate every house in the country during the Mujib Barsho. we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she menment is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the produceggs and others:

She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of foodgrains.

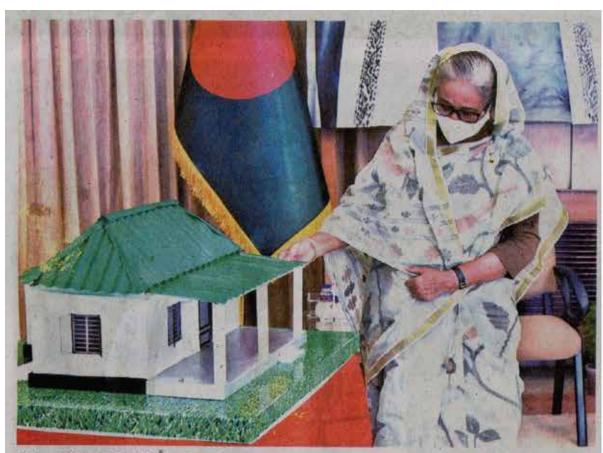
She mentioned that the government has given special attentionto the mechanisation of agriculture. The Prime Minister said that the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country.'

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975. "It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.

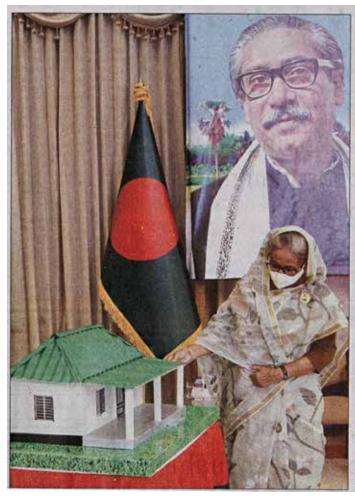




Prime Minister Sheikh Hasina virtually inaugurating 'Gift of house to the homeless people, marking the Mujib Borsho' from Ganobhaban on Saturday. Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless.

PHOTO: PID





PM vows to wipe out poverty thru united efforts

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed rasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all, reports UNB.

"If we all work together," there will be no poverty in the country," she said while addressing a presentation of the country.

addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless peo-

ple in Mujib Barsho'. The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the govern-ment took the initiative to provide homes to the home-

less people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence

Ganobhaban. She said that the government has already reduced the rate of poverty signifi-cantly and want to reduce

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that hon-our," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

▶ Page 11 col. 5



PM

From Page 1 col. 8

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others.

She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of foodgrains.

She mentioned that the government has given special attention to the mechanisation of agriculture.

The Prime Minister said that the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975.

"It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.

Daily NDUSTRY



PM vows to wipe out poverty

Staff Correspondent: Prime Minister Sheikh Hasina yesterday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a pro-gramme virtually titled Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly (See Page-2)

PM vows to wipe out poverty

(From Page-1)

and want to reduce more. "We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. "We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said. She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that area would get better life.

'Staying good alone is not the humanity at all," she said. The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho. "We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per

the plan," she said.
Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others. She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of foodgrains. She mentioned that the government has given special attention to the mechanisation of agriculture.

The Prime Minister said that the government is establishing 100 economic zones across the country

"We have also taken initiative to establish food processing

industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas. Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975.

"It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.



Working to eradicate poverty: PM

Sujan Mia, AA

Prime Minister Sheikh Hasina said the rate of poverty has come down significantly in the country and the rest will be eradicated through united efforts.

She was addressing the opening program of 'Gift of houses to the homeless people in Mujib Barsho' through video conference on Saturday from her official residence- Ganabhaban.

The function was organized to handover 160 homes among homeless people at the Bangabandhu International

▶See page 11 col 1

Working to eradicate poverty

Conference Center. Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to homeless people.

The Prime Minister said, "The government has already managed to reduce the rate of poverty remarkably and want to reduce more. If we all work in unison, there will be no poverty in the country." She went on to add, "We promised to declare the country free from poverty by 2021, but it could not be done on account of the coronavirus

outbreak."

"We are a victorious nation, we will cruise into the world arena as victorious, we have earned that honor," she said.

Sheikh Hasina called upon the well-off people of the society to come forward to help people of their respective areas."

She said, "My request to the service holders or businessmen is that wherever you are staying, you should extend cooperation for the development of your native village and school where you studied in student life."

No. DA 781 I Vol. XXX No. 274 I Know 16, 147

Your Hight to Know

1 14 1442 Hom 1 16 Parts Point Tel2.00

PM vows to wipe out poverty

UNB, Dhaka

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday vowed to eradicate poverty from the country through the combined efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually from the Gono Bhaban.

The event, titled "Gift of house to the homeless people in Mujib Borsho", was organised to hand over 160 homes to the homeless at the Bangabandhu International Conference Centre.

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

Hasina said the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce it more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to the coronavirus it could not be done. However, our efforts are underway and will be continued."

The premier said the people of the country are very courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupation forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas. In doing so, the people of those areas would get a better life.

"Living a good life individually is not humanity at all," she said.

Hasina said the government was working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Borsho, the birth centenary of Bangabandhu.

"We will take an initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Borsho. We have adopted a plan in this regard and we are working also as per the plan."

Talking about the government's success in

ensuring food security in the country, she said the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiatives to increase the production of fish, meat, milk, and eggs.

She urged all not to leave one inch of land uncultivated for the better

production of food grains.

The government has given special attention to the mechanisation of agriculture, the PM added.

Hasina said the government is setting up 100 economic zones across the country.

"We have also taken an initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said many initiatives of the government for the welfare of people have been stalled due to the novel coronavirus, but the government is working to provide financial assistance to the rural areas.

Hasina said working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life

on August 15, 1975.

"It would be the success of my life if I can do something for the people of this country. I never think of what I have gained or not. For me, the main thing is what can I give to the people," she added.



PM vows to wipe out poverty through united efforts

DHAKA: Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all, reports UNB.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC). Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people. The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban. She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due tocoronavirus it could not be done, but our efforts are or and will be continued." she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areasand by this the people of that areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others.







The outspoken daily

PM urges affluent people to help poor of own village

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

PRIME minister Sheikh Hasina on Saturday called upon the country's affluent section to extend cooperation to the destitute people in their respective villages for their better livelihood.

"Only you would enjoy a happy life, leaving people in local areas in hardship, is not humanity and it should not be acceptable," she said.

The prime minister was addressing the opening ceremony of 'house gift from the secretaries of the government to homeless people marking Mujib Borsho' as chief guest. She joined the event virtually from her official Genabhaban residence.

Sheikh Hasina said people of Bangladesh are very brave and Sheikh Mujibur Rahman attained the country's independence along with them defeating the Pakistani army which once boasted about their invincibility.

She said, 'My request to the service holders or businessmen is that wherever you are staying, you should extend cooperation for the development of your native village and school where you studied in student life.'

Referring to the continued efforts of her government to provide assistance at the village level in this COVID-19 outbreak period, the prime minister said the destitute people could get a better life if each affluent person built a house for homeless people and endow them with other assistance.

She expressed her gratitude to the secretaries of the government and mentioned their initiative as great. We again thank our secretaries because they have stood besides the people and given them a home being imbued with patriotism.

Sheikh Hasina hoped people would follow the secretaries' footsteps in future and stand beside the destitute records.

Eighty senior secretaries and secretaries personally joined the government's effort to provide housing to homeless people in Mojib Borsho and gifted a total of 160 houses on behalf of them.

Cabinet secretary Khandker Anwarul Islam gave speech at Bangabandhu International Conference Centre while principle secretary to the prime minister Ahmad Kaikaus conducted the programme from Ganabhaban.

Later, cabinet secretary, senior secretaries and secretaries handed over the keys of houses on behalf of the prime minister at BICC.

The prime minister said that Shjeikh Mujib had taken Guchchha Gram project for landless and homeless people and inaugurated it going to the then Noakhali which is now Laxmipur district.

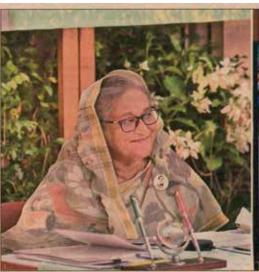
After my home coming in 1981, Awami League elected me president. I travelled different parts of the country and stood beside the destitute people. Seeing their misery, immediately I adopted plans and still try to solve it whenever come to power, she continued.

Sheikh Hasina said Awami League, assuming power in 1996, introduced Ashrayan project and housing fund at Bangladesh Bank for landless and homeless people. Even, a scheme was also introduced for Dhaka's slum dwellers to bring them back to village providing home, food for six months and financial assistance, she added.

She said the government was working relentlessly to provide house to the homeless people as well as illuminate every house in the 'Mujib Barsho'. We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Borsho and in this regard we have taken a plan and are working too,' she said.

Talking about the government's success in ensuring food security in the country, she said that the government was now taking measures to ensure nutrition for all and have moved up to increase production of fish, meat, milk, eggs and vegetables.

To this end, she urged all not to leave one inch of land beyond cultivation and mentioned her government's initiative of procuring various agriculture machineries to boost production through mechanisation of cultiva-





Prime Minister Sheikh Hasina joins the opening ceremony of 'House gift from the secretaries of the government to homeless people on the occasion of Mujib Borsho' through a videoconference from Ganobhaban in the city on Saturday — Focus Bangla

PM vows to banish poverty through united efforts

Prime Minister Sheikh 160 homes gifted Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of to homeless

from secretaries

through united efforts of to homeless all, reports UNB.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Giff of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to hand over 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are

Continued to page 7 Col. 7

PM vows to banish

Continued from page 8 col. 5

very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Dhaka Sunday November 1, 2020, Kartik 16, 1427 (BS) Rabi-ul Awai 14, 1442 H, Regd. No. Da 110~www.thedalynewnation.com, 12 Pages ~ Tk 8

PM vows to wipe out poverty through united efforts

UNB, Dhaka

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in gramme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

Contd on page-11- Col-4

PM vows to wipe

Cont from page 12

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate

of poverty significantly and want to reduce more.
"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued," she said.

Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life.

"Staying good alone is not the humanity at all," she said.

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Barsho.

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, meat, milk, eggs and others.

She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of foodgrains.

She mentioned that the government has given special attention to the mechanisation of agriculture.

The Prime Minister said that the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country."

She said that due to coronavirus many initiatives of the government for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975.

"It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she said.

Bangladesh Post

Regd No DA: 6392, Vol 05: No. 41 - Dhake Sundey November 01, 2020 - Karib 16, 1427, 85 - Rabid Awel 14, 1442 High - 12 Peges - Price Ts. 10.00

Help the village destitute PM asks the rich to be generous

Prime Minister Sheikh Hasina on Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday called upon the country's affluent section to extend coopera-tion to the destinate people in their respective villages for their better livefibood, saying a combined effort only can eliminate poverty and build a prosperous 'Sonar Bangla', reports RSS.

BSS.

"Only you (affluent people) would enjoy life in happiness and prosperity but people in local areas will go through hardship that is not humanity and it should not be acceptable," she said.

The prime minister was addressing the opening ceremony of "house gift from the secretaries of the government to homeless

people marking Mujib Borsho" as chief guest. She joined the event virtually from her official residence Ganabhaban.

Ganabhaban.
Sheikh Hasina said people of
Bangladesh are very brave and
Father of the Nation Bangabandhu
Sheikh Mujibur Rahman attained

Sheikh Mujibur Rahman attained the country's independence along with there by defeating the Pakistami army which once used to say proudly that who will defeat them. She said, "My request to the service holders or businessmen is that wherever you are staying, you should extend cooperation for the development of your native village and school where you studied in SEFRGEIOX.3



Help the village destitute

FROM PAGE 1 COL 2

student life." Referring to the continued efforts of her government to provide assistance at the village level in this COVID-19 outbreak period, the Prime Minister said the destitute people could get a better life if each affluent person build a house for homeless people and endow them with other assistance.

She expressed her gratitude to the secretaries of the government and mentioned their initiative as great. "We again say thanks to our secretaries because they have stood besides the people and given them a home being inspired with patriotism.'

Sheikh Hasina hoped people would follow their (secretaries') footsteps in future and stand besides the destitute people, and finally dream of the Father of the Nation would be fulfilled.

Eighty senior secretaries and secretaries personally joined the government's effort to provide housing to homeless people in Mujib Borsho and gifted a total of 160 houses on behalf of them.

Cabinet Secretary Khandker Anwarul Islam gave speech at Bangabandhu International Conference Centre (BICC) while Principle Secretary to the Prime Minister Dr. Ahmad Kaikaus conducted the programme from

Later, cabinet secretary, senior secretaries and secretaries handed over the keys of houses on behalf of the Prime Minister at BICC.

The prime minister said Father of the Nation had taken Guchchha Gram (cluster village) project for landless and homeless people and introduced it by going to the then Noakhali which is now Laxmipur district.

'After my home coming in 1981, Awami League elected me as president. I travelled different parts of the country and stood beside the destitute people. Seeing their misery, immediately I adopted plans and still try to solve those whenever come in power," she continued.

Sheikh Hasina said Awami League, assuming power in 1996, introduced 'Ashrayan (residence) project' and 'housing fund' at Bangladesh Bank for landless and homeless people. Even, a scheme was also introduced for Dhaka's slum dwellers to bring them back to village by providing home, food for six months and financial assistance, she added.

She said the government is working relentlessly to provide house to the homeless people as well as illuminate every house in the "Mujib Barsho". "We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Barsho and in this regard we have taken a plan and are working too," she said.

Talking about the government's success in ensuring food security in the country, she said they are now taking measures to ensure nutrition for all and have moved up to increase production of fish, meat, milk, eggs and vegetables.

To this end, she urged all not to leave one inch of land beyond cultivation and mentioned her government's initiative of procuring various agriculture machineries to boost production through mechanization of cultivation.

The prime minister mentioned her initiative of "Ekti Bari, Ekti Khamar" which has been renamed "Amar Bari, Amar Khamar" to engage everyone of a family in food and vegetable production.

Referring to establishment of 100 special economic zones across the country, she said they have also taken initiative to establish food or agriculture processing industries in different parts of the country based on the production and availability of products.

Sheikh Hasina said the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more. "We pledged to declare the country free of poverty by 2021, but COVID-19 pandemic stalled it. However, our efforts are on and will be continued," she said.

She said many initiatives for the welfare of the people have been caught up due to coronavirus but the government is working to reach the financial assistance to the rural

The prime minister said working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975. "It would be the success of my life if I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main thing," she

DhakaTribune

Breaking News | Breaking Barriers

PM vows to wipe out poverty through united efforts

The prime minister said the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Year



rime Minister Sheikh Hasina addresses a program virtually titled 'Gift of house to the homeless people' in Mujib Borsho yesterday

UNB

Prime Minister Sheikh Hasina has vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said on Saturday while addressing a program virtually titled "Gift of house to the homeless people in Mujib Borsho."

The program was organized to hand over 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC) in Dhaka.

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The prime minister attended the program from her official residence Ganabhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to coronavirus it could not be done, but our efforts are on and will be continued." Sheikh Hasina said that the people of the country are very much courageous and they have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

"We are victorious nation, we will walk in the world arena as victorious, we have earned that honour," she said.

She urged the well-off to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of those areas would get better life.

"Staying good along is not the ho-

manity at all."

The prime minister said the government is working relentlessly to provide home to the homeless people in the Mujib Borsho (Mujib Year).

"We will take initiative to illuminate every house in the country during the Mujib Borsho, we have taken plan towards that end and we are working also as per the plan," she said.

Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the government is now taking steps to ensure nutrition for all and it has taken initiative to increase the production of fish, mest, milk, eggs and others.

She urged all not to leave one inch land without cultivation for the better production of food grains.

She mentioned that the government has given special attention to the mechanization of agriculture.

the mechanization of agriculture.

The prime minister said the government is establishing 100 economic zones across the country.

"We have also taken initiative to establish food processing industries in different parts of the country." She said that due to coronavirus

She said that due to coronavirus pandemic many initiatives of the government for the welfare of people have been stalled, but the government is working to reach the financial assistance to the rural areas.

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost everything in her life on August 15, 1975.

in her life on August 15, 1975.
"It would be the success of my life if I could do something for the people of this country. I never think what I have gained or not-to-me what-tah' give to the people of the country is the

BUSINESS STANDARD

WORLD ⇒10

ELECTIONS TRUMP OR BIDEN?



Pages 16 | Price TA25

PM vows to wipe out poverty through united efforts

DEVELOPMENT - BANGLADESH

UNB

She urged the welloff people to come forward for helping the people of their respective areas and by this the people of that areas would get better life

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday vowed to eradicate poverty from the country through united efforts of all.

"If we all work together, there will be no poverty in the country," she said while addressing a programme virtually titled 'Gift of house to the homeless people in Mujib Barsho'.

The programme was organised to handover 160 homes among the homeless people at the Bangabandhu International Conference Center (BICC).

Senior secretaries and secretaries of the government took the initiative to provide homes to the homeless people.

The Prime Minister attended the programme from her official residence Ganobhaban.

She said that the government has already reduced the rate of poverty significantly and want to reduce more.

"We pledged to declare the country free from poverty by 2021, but due to I SEE PAGE 4 COL 3 She said that due to coronavirus She urged all not to leave one inch nutrition for all and it has taken initia tive to increase the production of fish,

Sheikh Hasina said that working for the people of the country is the prime task of her life as she has lost every to the rural areas. ment has given special attention to the and without cultivation for the better She mentioned that the govern-

ernment is establishing 100 economic The Prime Minister said that the govzones across the country.

mechanisation of agriculture.

every house in the country during the

Mujib Barsho, we have taken plan to-

"We will take initiative to illuminate

in the Muiib Barsho.

for the welfare of people has been stalled, but the government is working to reach the financial assistance many initiatives of the governmen

meat, milk, eggs and others.

production of food grains.

I could do something for the people of this country, I never think what I have gained or not, to me what can I give to the people of the country is the main "It would be the success of my life if thing in her life on August 15, 1975.

> "We have also taken initiative establish food processing industries different parts of the country."

PM vows to wipe out poverty through united efforts

people of that areas would get better life. "Staying good alone is not the hu-

The Prime Minister said that the government is working relentlessly to provide home to the homeless people

manity at all," she said.

of the Nation Bangabandhu Sheikh coronavirus it could not be done, continued," she said. Sheikh Hasina said that the people of the country have snatched their independence from the Pakistani occupational forces under the leadership of Father are very much courageous and they Mujibur Rahman.

the well-off people to "We are victorious nation, we will

wards that end and we are working Talking about the government's success to ensure food security in the country, she mentioned that the govalso as per the plan," she said. walk in the world arena as victorious we have earned that honour," she said.